নীলুখুড়ো।

(বিচিত্র-চরিত্র-চিত্র।)

কলিকাতা।

কহিনুর প্রেস। ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীমহেন্দ্রলাল পাত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০০ সাল।

[মূল্য ॥০ আট আনা।]

নিবেদন।

এতদিন আমি লোকের মুখে বিরাজ করিতেছিলাম; আজ হাতে পড়িলাম। এখন দুর্গতি না হইলেই মঙ্গল। কিন্তু সে পক্ষে আশাভরসাও খুব ক্ষীণ। এখন আপন বাপ্-খুড়োরাই বড় কোল্‌কে পান, তায় আমি ত কোথাকার হরির খুড়ো— নীলু খুড়ো!

তবে তোমাদের কল্যাণে আমার ভক্তবৃন্দের অভাব নাই;— তা সেকালেও ছিল না, একালেও নাই। সেই বৃন্দের জন্যই আমার এই কঠোর মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাযন্ত্রণা স্বীকারপূর্ব্বক পুনর্জন্ম গ্রহণ করা; আর যদি দুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া রঙ্গ-ভঙ্গ করিতে পাই, তবে সেও সেই বৃন্দেরই জন্য। অতএব, হে ভক্তবৃন্দ ও বৃন্দেগণ! খুসী হও—আজ তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভক্তমুখে আমি জনসমাজে প্রকটিত হইলাম। ইতি

নিবেদক
তোমাদের প্রিয় পিতৃব্য
৺নীলুখুড়ো।

নীলু খুড়ো।

অথ পরিচয়।

৺নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সে কালের লোক না হইলেও একালের আধুনিক বাবু তাঁহাকে বলিতে পারা যায় না। সেকালের আর একালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার "উপযুক্ত-ভাইপোরা" এখনও সংসারে লীলা খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। নীলমণি বাল্য হইতেই ডাংপিটে ছিলেন। তবে, দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন না বলিয়া, তাঁহার ডাংপিটেমো চিরকালই সখের কাজ ছিল। ভয়ঙ্করী অন্নচিন্তার তাড়নায় যে ডাংপিটেমো, তাহা বহুজন-ব্যাপী ও বহুকাল-স্থায়ী; পেটের দায়ে যে বদ-মায়েসী, তাহাতে ভোগে অনেকে; তাহা থাকেও অনেক দিন। ক্ষুধার কামড় অতি ভয়ঙ্কর; ক্ষুধিত দিক-বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য; ক্ষুধার জ্বালা বড় জ্বালা। সখের বদ্‌মায়েসী নিন্দনীয় হইলেও, তাহাতে ভোগে কম

লোকে; তাহার স্থায়ীত্বও অল্প দিন। সখ্ শীঘ্রই মিটিয়া যায়। এই আড়ম্বরময়ী বিজ্ঞাপন-বিড়ম্বনার দিনে এ তুলনা আর অধিক করিয়া না করিলেও চলে।

নীলমণিকে দস্তুরমত লেখাপড়া করিতে দেওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু শিক্ষককে বিরক্ত করা ও জব্দ করা ভিন্ন বিদ্যালয়ে যাওয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখিতে না পাওয়ায়, নীলমণি শীঘ্রই সে প্রবৃত্তির যথেষ্ট তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক বাড়ীতে বসিয়া থাকা অধিকতর কর্ত্তব্য মনে করিলেন; এবং অভিভাবকগণকেও তাঁহার মতে স্বীকৃত হইতে বাধ্য করিলেন। বাড়ীর আম্‌লা রায় মহাশয় তাঁহার বদ্‌মায়েসীতে সহায়তা, পোষকতা এবং সাধ্যমত শিক্ষকতা করিতেন। তা, বড়মানুষের ছেলে বেয়াড়া, বখা, বদ্ হইলেই তলায় তলায় এরূপ একটা শিক্ষক জুটিয়া যায়ই যায়। এরূপ ছেলের প্রায়ই একটা দল জোটে। বিশেষ, নীলমণির দেহখানি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল। সুতরাং পাড়ার ছেলেদের তিনি একটা ভারি সহায়, মহা মুরুব্বি; ছেলেরাও তাঁহার ভারি গোঁড়া। ভাইপোরা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িত না। শুধু ভাইপোদের নয়, তিনি পাড়ার ছেলে মাত্রেরই "নীলুখুড়ো" ছিলেন। নীলুখুড়োর কীর্ত্তিকলাপ বিস্তর। আমরা গোটাকতকের আভাস দিতেছি মাত্র।

মামার-বাড়ীতে।

একবার নীলুখুড়ো পল্লীগ্রামে গিয়া একজন ভদ্র-লোকের বাড়ীতে আছেন, এমন সময়ে সেই বাড়ীতে একটী জ্বর-বিকার-গ্রস্ত রোগীকে একজন কবিরাজ চিকিৎসা করিতেছিলেন। রোগী যায় যায়, এমন সময়ে কবিরাজ মহাশয় অবশ্য "বিষবড়ি" দিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। ঔষধের কার্য্য সত্বর সফল হইল দেখিয়া, নীলুখুড়ো শুধু বিস্মিত হইলেন এমত নহে; সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের নিকট হইতে গোটাকতক বড়ি হাতাইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন এবং সুবিধা পাইলে স্থানান্তরে জ্বরগ্রস্ত রোগীকে দিয়া বাহাদুরী দেখাইবেন, এইরূপ সুপ্রবৃত্তিও তাঁহার চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাহার পর দিন হইতেই, কবিরাজ মহাশয় আসিলে নীলুখুড়ো তাঁহাকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ কথা বার্ত্তা জুড়িয়া দিলেন। নীলুখুড়ো সুশ্রী, মিষ্টভাষী, ও স্বকার্য্য সাধনে তৎপরেরও উপর এককাটি—প্রায় নাছোড়বান্দা গোছের, বলিলেও চলে। সুতরাং সহজে কেহ তাঁহার হাত এড়াইতে পারিত না। কবিরাজ মহাশয়ও পারিলেন না। দুই চারি দিবসের মধ্যেই নীলুখুড়ো কবিরাজের নিকট হইতে গুটিকতক

ঐ বটিকা সংগ্রহ করিয়া বসিলেন। ঐ বড়ি প্রকৃত-পক্ষে যে কি জিনিষ, তাহা নীলুখুড়ো জানিতেন না; তবে উহা যে জ্বর মাত্রেরই "অব্যর্থ মহৌষধ," এই ধারণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই নীলুখুড়ো বিষ-বটিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

সেখান হইতে নীলুখুড়ো চলিয়া আসিয়া, কিছু কাল পরে একবার নিজ মাতুলালয়ে যান।

আজি কালিকার মত হইলে নীলুখুড়ো বিজ্ঞাপনের জোরে ঐ বড়ি হইতেই টাকাকড়ি, বাড়ী, গাড়া, জুড়ী, সকলই করিতে পারিতেন। কিন্তু নীলুখুড়োর সে প্রয়োজন ছিল না। তবে কালেভদ্রে, সুবিধা হইলে, জ্বর রোগীকে বাঁচাইবেন, এইরূপ একটা বাহাদুরী-কল্পনা তাঁহার মনে ছিল। সুতরাং বিদেশে যাইবার সময়ে তাঁহার পুঁটুলীর এক কোণে ঐ বড়ি বাঁধা থাকিতই থাকিত।

নীলুখুড়ো মামার-বাড়ী গিয়া উপস্থিত। মামাদের অবস্থা ভাল ছিল না। তবে, পল্লীগ্রামে বাস বলিয়া, অন্নকষ্টও ছিল না। বাড়ীতে বিধবা মামী ও তাঁহার পুত্র কন্যা গুটি কতক। গিয়াই নীলুখুড়ো শুনিলেন যে, ছেলেটীর আজ চারি দিন জ্বর, কাল থেকে বাড়িয়াছে। ভিন্ন গ্রামে কবিরাজ; আনাইতে খরচ পত্র চাই; তাই

মামী তৎক্ষণাৎ নীলুখুড়োর সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন।

নীলুখুড়ো বলিলেন,—"মামী, এখন ত মামা নেই যে. যেখান থেকে হোক দু পয়সার যোগাড় কোরে আন্‌বেন। আমার সঙ্গেও বিশেষ কিছু নেই যে সাহায্য কোরবো। বিশেষ, এই রাত্রিকালে ভিন্ন গ্রাম হো'তে, কবিরাজ আনা, সহজ খরচ নয়। এক পরামর্শ বলি শোন; আমি কিছুদিন আগে এক কবিরাজের কাছে জ্বরের চমৎকার ওষুধ পেইছি। আমি স্বচক্ষে দেখিছি—এর চেয়ে খুব খারাপ জ্বর, নাড়ী নেই, যায় যায়, এমন অবস্থায়ও সেই ওষুধে বেঁচেছে। আমার সঙ্গে সে বড়ি আছে। আজ রাত্রে তাই খাইয়ে দিই। তার পর কাল না হয় কবিরাজের চেষ্টা দেখা যাবে।"

নীলু, সহুরে ছোক্‌রা; আর বোল্‌ছে—স্বচক্ষে দেখেছে; এ দিকে নিজেদেরও অবস্থা মন্দ; সুতরাং মামীর প্রত্যয় হইল। তবু মামী একবার বলিলেন, "নীলু, সত্যি বল্‌চিস্‌ তো, তুই কি ওষুধ দিতে পার্‌বি?"

নীলু দৃঢ় স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"মামী, আমি কি মিথ্যা বোল্‌ছি? স্বচক্ষে যা দেখিছি, সে ত মরা বাঁচান।"

এই বলিয়া নীলুখুড়ো বড়ি বাহির করিতে উদ্যত

হইলেন এবং মামীকে খল্ আনিতে দ্রুতগামিনী হইতে বলিলেন। মামী খল্ আনিলে, নীলুখুড়ো ঔষধ মাড়িতে বসিয়া গেলেন। নিকটে মামী বসিয়া আছেন। যতই ঔষধ মাড়া হইতেছে, প্রদীপের আলোক-প্রভায় ঔষধ ততই চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতে লাগিল। মামী বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁরে নীলু, ওষুধ চিক্ চিক্ কোচ্চে যে!"

নালুর মনে ত সে সন্দেহ নাই; নীলু বলিলেন,— "মামী, তোমার যেমন কথা! তুমি কি ভাব্‌চো এ আর কিছু বুঝি? এই দ্যাখো"—বলিয়া ঝটিতি রসনা বিস্তার করিয়া, তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা সেই মাড়া ঔষধ একটু নীলুখুড়ো নিজ রসনায় লেপন করিয়া, সন্দেহ-শঙ্কান্দোলিত-হৃদয়া মামার সন্দেহ মোচন ও শঙ্কা দূর করিয়া দিলেন।

তখন, নীলু "অপ্রতিহত প্রভাবে ও অপত্য নির্ব্বিশেষে" রোগীর কাছে ঔষধ লইয়া গমন ও তাহাকে ঔষধ প্রদান করিলেন; এবং অচিরাৎ আরোগ্য সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই বাহিরে আসিয়া বসিলেন!

বিষ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল। রোগীর ভাগ্যে যাহা আছে হইবে; আপাতত, "মামী তুমি কি ভাব্‌চো এ আর কিছু?" এই বলিয়া যেটুকু রসনায় দিয়া

নীলু খুড়ো মামীর সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই সঞ্চারিত হইয়া নীলুখুড়োকে বিব্রত করিয়া তুলিল। নীলুখুড়ো কাহাকেও না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, বিষজনিত বিষমগাত্র-জ্বালা নিবারণার্থ নিকটস্থ ক্ষুদ্র একটী পুষ্করিণীতে গিয়া পড়িলেন এবং পুষ্করিণীর সেই কর্দ্দমাক্ত জল মস্তিষ্কে অবিরত সেচন করিতে করিতে অচিরাৎ কাদামাখা হইয়া উঠিলেন।

নীলুখুড়ো যখন এতদবস্থ, তখন ওদিকে হাহাকার। রোগীর তখন ভয়ানক অবস্থা। মামী তাড়াতাড়ি বাহিরে নীলুর সন্ধানে আসিয়া দেখিলেন, নীলুও নাই। এত রাত্রে কোথায় গেল? এ দিকে ছেলে যায়, কি করি? এইরূপ দ্বিবিধ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মামী প্রথমত নীলুর অন্বেষণ করাই সাব্যস্ত করিয়া, প্রদীপ হস্তে বহির্গত হইলেন এবং বাষ্পাকুল লোচনে চারিদিকে নীলুকে খুঁজিতে খুঁজিতে পুকুর ধারে গিয়া দেখেন যে, নীলু কাদমাখা হইয়া অনবরত মাথায় জল দিতেছে।

মামী কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"নীলু তুই এখানে এ কি কচ্চিস? বাবা, কি খাওয়ালি, ছেলে যে কেমন কচ্চে!"

নীলু সেই কাদা-জলে অঞ্জলি পূরিয়া কাতর কণ্ঠে

এবং অতি সংক্ষেপে মামীকে সান্ত্বনা-বাক্য কহিলেন—"মামী, আমিই কি বড় ভাল আছি ?"

নীলুকে বাড়ী ফিরান সঙ্কট ; এবং ফিরাইলেও নীলু হইতে আশু কোন সাহায্য প্রত্যাশা করা বাতুলতা বিবেচনায়, মামী হতাশমনে গৃহাভিমুখিনী হইলেন।

ফিরিবার সময়ে, মামীর হস্তের সেই প্রদীপটী অকস্মাৎ নিবিয়া গেল।

নীলুখুড়ো কোন রকমে জল মাখিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিয়া প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। সেই দিনই নীলুখুড়ো সখের কবিরাজী করার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, সেই "অব্যর্থ মহৌষধ" গুলি ফেলিয়া দিলেন।

নীলু খুড়োর প্রথম চাকরী।

নীলু খুড়োর কোন কাজ কর্ম্ম নাই। বাড়ীতেই বসিয়া থাকেন, আর রঙ্গরসে দিন কাটাইয়া দেন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে নিষ্কাম হইয়া বসিয়া থাকা কয়দিন ভাল লাগে ? যখন শরীর ও মনের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, তখন কার্য্য করিবার জন্য স্বতই কেমন একটা ব্যাকুলতা জন্মে ; কার্য্য করিতে না পাইলে দেহ ও মন উভয়ই কেমন একটা অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ;

এবং সেই অবসাদ-ক্লেশের নিবৃত্তির নিমিত্ত কার্য্য খুঁজিয়া লইবার জন্য আপনা-আপনি কেমন একটা উত্তেজনা, একটা প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে ইহাই যথেষ্ট ; কিন্তু আবার ইহার উপর যখন গঞ্জনার ছিটা-ফোঁটা পড়ে, তখন নিতান্ত অলসেরও চৈতন্য চমকিত হইয়া উঠে। উঠে না কেবল, নিতান্ত নির্গুণ নিষ্কাম ঘর-জামাই-কুলের। এমন অচল প্রকৃতি, অভাব-শূন্য জীব প্রাণী-জগতে বুঝি আর নাই! কেবল ইহাঁরা ছাড়া, আর সকলকেই—যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া বা কাজ কর্ম্ম শিখিয়া পথ প্রশস্ত করিতে পারেন নাই,—তাঁহাদের সকলকেই ঐ উত্তেজনার তাড়নে, ঐ প্রবৃত্তির পীড়নে এবং সর্ব্বোপরি, ঐ গঞ্জনার বৃশ্চিক-দংশনে, চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে হয়। যে কালে "পশ্চিমে" অন্ন ছিল, তখন কত বয়াটে ছেলেই বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া "পশ্চিমে" কার্য্য জুটাইয়া, মানুষ হইয়া গিয়াছে!

দেশ কাল পাত্র, এই তিনটীই আমাদের নীলু খুড়োর "পশ্চিমে" যাওয়ার পক্ষে অনুকূল। সুতরাং কার্য্য-কারণের সমবায় সম্বন্ধীয় অটল বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে নীলু খুড়োও একবার সংসার-ধর্ম্মের এ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য। নীলু খুড়োকে তাঁহার বড় দাদা

কি-একটা কথা বলাতে, নীলু খুড়ো কাহাকেও না বলিয়া একদিন অকস্মাৎ বাড়ী হইতে অন্তর্ধান হইলেন।

প্রকৃত সংসারচিন্তা এক স্বতন্ত্র জিনিষ ; নীলুখুড়োর তাহা ছিল না। নীলুখুড়ো বাড়ী ছাড়িলেন, শুধু রাগের ভরে। সে রাগ কতক্ষণ থাকে ? বিশেষ আবার, আহারের সামান্য কষ্টকে নীলখুড়ো মহাকষ্ট মনে করিতেন। চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, এই চারিটীর অধ্যায়ের কোনটী একটু অসম্পূর্ণ থাকিলে, নীলুখুড়োর সে দিনই ব্যর্থ যাইত। সুতরাং ঘোর বিদেশের ভবিষ্য ভোজনাভাব-বিভীষিকা নীলুখুড়োর উদ্দীপ্ত উদ্যমকে পথিমধ্যেই অনেকটা প্রশমিত করিয়া ফেলিল। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে নীলুখুড়োর মনে দিল্লী লাহোর প্রভৃতি যতই কেন লম্বা উদ্দেশ্য থাকুক না, হাবড়ার ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিবার সময়ে কিন্তু নীলুখুড়ো শ্রীরামপুরের উর্দ্ধে উঠিতে পারিলেন না।

নীলুখুড়ো শ্রীরামপুর গিয়া উপস্থিত। দোকানে খান, আর এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

শ্রীরামপুরে তখন খ্রীষ্টানীর নব অনুরাগ,—খুব ধূম।

একটী পাদ্‌রী সাহেব নীলু খুড়োকে দুই তিন দিন উপর্য্যুপরি ফেরারীভাবে বেড়াইতে দেখিলেন। শীকার

ভাবিয়া সাহেবের চক্ষু একটু সতৃষ্ণভাবে নীলুখুড়োর প্রতি পড়িল। নীলুখুড়োও দেখিলেন যে, তাঁহার প্রতি একটী পাদ্‌রী সাহেবের চক্ষু পড়িয়াছে। চাক-রীর পক্ষে সুবিধা ভাবিয়া, সাহেবকে দেখিলেই নীলু-খুড়ো লম্বা একটী সেলাম ঠুকিতেন। অনুসন্ধানে সাহেবের নাম, ধাম, কাম, জানিয়া লইয়া, একদিন নীলু-খুড়ো সাহেবের বাড়ী গিয়া উপস্থিত।

শীকার ও মুরুব্বিতে সাক্ষাৎ; উভয় পক্ষেই আনন্দ। কিন্তু শীকারটী যে মুরুব্বি অপেক্ষাও চতুর,—কেবল ছল করিয়া, মায়াজাল বিস্তার করিয়া, চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছেন, ভালমানুষ মুরুব্বী মহাশয় তাহা বুঝিতে পারেন নাই। নীলুখুড়ো সেলাম করিয়া দাঁড়াইলে পরে;—

সাহেব। টুমি আমার নিকট কি চাও?

নীলু। হুজুর, একটী যেমন-তেমন চাকরী আমাকে দিতে হবে। অনেকে আপনার কাঁছে এসে চাকরী পেয়েছে শুনে, আমিও এসেছি।

সাহেব। টুমি কি পর্য্যন্ত পড়িয়াছ? জানিলে, আমি ভাবিতে পাড়ি, টোমার জন্য চাকড়ী আমার নিকট আছে কি না।

নীলু। আজ্ঞে, আমি বাঙ্গলা বাইবেল বেশ বুঝিতে

পারি এবং রাস্তায় রাস্তায় বক্তৃতা করিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিতেও পারিব।

সাহেব (একটু ব্যস্ত হইয়া)—ওঃ-টুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচাড় কার্য্যেড় চাকড়ী পাইতে আসিয়াছ। টাহা আমি টোমাকে এক্ষণেই ডিটে পাড়ি।

হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টান না হইয়া, স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে রাস্তায় রাস্তায় বাইবেল প্রচার করিতে আসিয়াছে, এ কথা সাহেবের মনে আদৌ উদয় হয় নাই ; না হওয়া, বিচিত্রও নহে। সুতরাং নীলুখুড়ো খ্রীষ্টান কি না, এ সন্দেহ করিবার অবসর দয়ান্ধ পাদরী সাহেবের হয় নাই। তিনি নীলুখুড়োর মুখে "বাইবেল বেশ বুঝিতে পারি" শুনিয়াই, নিতান্ত অসন্দিগ্ধচিত্তে গরীব খ্রীষ্টান-যুবক ভাবিয়া,—"টাহা আমি টোমাকে এক্ষণেই ডিটে পাড়ি" বলিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ কতকগুলি বাঙ্গলা বাইবেল নীলুখুড়োকে দিয়া, সেই দিন হইতেই ২০ টাকা মাসিক বেতনে নীলুখুড়োকে "প্রচাড়" কার্য্যে ব্রতী করিলেন।

নীলুখুড়োর বুদ্ধি ছিল। দুই দিনেই সেই সব খ্রীষ্টাণী বোল্ সড়গত হইল। নীলুখুড়ো মাহেশের মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া একহাতে ছাতি, আর একহাতে বাই-বেল করিয়া,—"যিনি পাপীর জন্য রক্ত দান করিয়াছেন,

সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বরের সন্তান, যীশুখ্রীষ্টই মনুষ্যগণের পরিত্রাণ-কর্ত্তা; নিম্ব কাষ্ঠের জগন্নাথ কেমন করিয়া পরিত্রাণ করিবে," ইত্যাদি ভাবে প্রতিদিন বৈকালে তারস্বরে চাকরী আঞ্জাম দিতে লাগিলেন।

এ দিকে নীলুখুড়োর বাড়ীতে হাহাকার। এখানে, ওখানে, নানা স্থানে নীলুর সন্ধান হইল; কিন্তু নীলুকে পাওয়া গেল না। নীলুর মা কাঁদিয়া কাটিয়া এক প্রকার আকুল হইয়া উঠিলেন। রায় মহাশয়ও নীলুর বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন। দুই চারি মাস যায়। নীলুর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ক্রমে, স্নান-যাত্রার পর, একটী স্ত্রীলোক আসিয়া নীলুর মাকে শুভ সংবাদ দিল—"হ্যাঁগা, তোমরা নীলুকে দেশ-বিদেশে খুঁজে বেড়াচ্চ; আর, সে দিন তোমার নীলুকে চান্‌যাত্রায় মাহেশে দেখে এলুম। সেখানে খোঁজ কোল্লেই তাকে পাবে।" নীলুর মা এই কথায় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ছেলেদের বলিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না করায়, অগত্যা রায়মহাশয় শ্রীরামপুরে নীলুর সন্ধানে বাহির হইলেন।

নীলুখুড়ো খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক। সুতরাং খুঁজিয়া বাহির করিতে, রায় মহাশয়কে বিশেষ বেগ পাইতে হইল

না। দুই দিন এ-রাস্তা ও-রাস্তা বেড়াইতে বেড়াইতেই নীলুখুড়ো রায় মহাশয়ের চক্ষুর গোচরীভূত হইলেন। নীলুখুড়ো মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া অম্লান বদনে খৃষ্টানী বক্তৃতা করিতেছেন! রায় মহাশয় দেখিয়াই ত অবাক্। নীলুখুড়োও রায় মহাশয়কে হঠাৎ দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত, অথচ মনে মনে বিশেষ আনন্দিত হইয়া, সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করিয়া লইলেন। সঙ্কুচিত হইবার ত কথাই; আনন্দিত হইবারও কথা ছিল। নীলুখুড়ো কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই; তবে রাগের উপর বলিয়াই কষ্টটা না হয় নিতান্ত অসহ্য হইয়াই উঠে নাই। সুতরাং, রায় মহাশয়কে দেখিয়া নীলুখুড়ো, বাড়ী ফিরিবেন এই ভাবিয়া, বিশেষ আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। রায় মহাশয় অন্যান্য কথার পর নীলুকে বলিলেন,—"তুই খৃষ্টান হয়েছিস্, দেখিস্ কিন্তু সাবধান—বাড়ী গিয়ে যেন এ সব কিছু প্রকাশ না পায়, কেউ যেন টের না পায়; তা হইলেই সর্ব্বনাশ।"

নীলু। খৃষ্টান হয়েছে কে? রায় দা, আমিত খৃষ্টান হইনি। মাইরি রায়দা, যে দিব্বি কোত্তে বলো, কোচ্চি; আমি খৃষ্টান হইনি।

রায়। বলিস্ কিরে! খৃষ্টান হোস্‌নি ত, এ কি?

পাদ্‌রী সাহেব বুঝি হিন্দুর ছেলেকে এই খৃষ্টানী চাকরী দিলে ? কৈ, তোর পৈতে দেখি।

নীলু। (কোমর হইতে পৈতা খুলিয়া) রায় দা, আমি কি পাগল, যে খৃষ্টান হবো ? এই দেখো। এতেও যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে চলো, পাদরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে, চলো।

রায় মহাশয় ত দেখিয়া শুনিয়াই অবাক্ হইয়া গিয়াছেন। তবু রহস্যখানা বুঝিবার জন্য নীলুকে সঙ্গে লইয়া পাদ্‌রী সাহেবের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রায় মহাশয়। (সাহেবের প্রতি)—এ ছেলেটী কি খৃষ্টান হ'য়ে চাকরী নিয়েছে ?

সাহেব। (আশ্চর্য্য-বিস্ফারিত-নেত্রে) অ্যা—টবে কি প্রতারক যুবক খৃষ্টান নহে ? নীলমণি, টুমি কি খৃষ্টান নহ ? টুমি যীশুখ্রীষ্ট মান না ?

নীলু। (করযোড়ে) সাহেব, খৃষ্টান্ হোলাম আবার কবে ? আর যীশুখ্রীষ্টকেই বা মানিতে গেলাম কেন ?

সাহেব। টবে কেমন কড়িয়া টুমি খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচাড় কড়িলে ?

নীলু। তা সাহেব, ঠিক প্রচার করিয়াছি।

তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। আপনি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই বলিবে। আমি যথার্থই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রাচ্ করিয়াছি ও হিন্দুধর্ম্মের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছি।

সাহেব। ইহাটে টুমি কিছু পাপ মনে কড়িলে না?

নীলু। তা সাহেব, চাকরী ক.রয়াছি বইত নয়! চাকরীতে দোষ কি?

সাহেব ত অবাক্!

রায় মহাশয় হাসিতে হাসিতে নীলুখুড়োকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

এইখানে একটু বাজে টীপ্পনী করিয়া রাখা ভাল। নীলুখুড়োর এই মহা-কীর্ত্তি সেকালের পক্ষে বিস্ময়কর হইলেও, ভাবিয়া দেখিলে একালে আর ততটা বিস্ময়কর বোধ হওয়া উচিত নয়। সেকালে এক নীলুখুড়ো দুদিনের জন্য হঠাৎ যাহা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, আর এখন দেখ, কত শত মহা-নীলুখুড়ো ঠিক তাহাই বরং ততোধিক দুসন্ধ্যা দুবেলা করিতেছেন—"মোড়ের মাথায়, ছাতি বগলে" দাঁড়াইয়া নয় বটে; কিন্তু কার্য্যটী ত তাই, বরং বেশী। তবে আর, আমাদের নীলুখুড়োর বেলায় তোমার অত হাসি কেন? বরং, পথপ্রদর্শক বলিয়া গম্ভীর ভাবে নীলুখুড়োর নামে

সভা সমিতি কর, আনিবর্বরি কর, পতাকা উড়াও,—
গাও "জয় নীলুখুড়োর জয়।"

নীলুখুড়োর দ্বিতীয় চাকরী।

মোসাহেবী।

নীলুখুড়ো আর একবার চাকরী করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার আর রাগে পড়িয়া, কি, বিপাকে পড়িয়া অগত্যা চাকরী করা নয়; এবার সত্য সত্যই চেষ্টা করিয়া চাকরী করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতার একটী বর্দ্ধিষ্ণু ধনী লোক নিজের মোসাহেব করিবার নিমিত্ত লোক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। বনেদী ঘরে মোসাহেব বাহাল হয়, বড় একটা রাষ্ট হয় না। কিন্তু ইনি সবে বড় লোক হইতেছেন; মোসাহেব রাখার অভিপ্রায়টী দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত না হইলেই বা মনের তৃপ্তি হইবে কেন? সুতরাং যাহার তাহার কাছে কথায় কথায় একটী মোসাহেবের আত্যন্তিক প্রয়োজন দর্শাইয়া, শুধু উপযুক্ত লোক অভাবেই সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না, এইরূপ হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিতেন। প্রথমে তাঁহার মনে যাহাই থাকুক না কেন, কিছু কাল এই কথা বলিতে বলিতে, অবশেষে কিন্তু বাস্তবিকই একটী মোসাহেব

রাখার ভাব তাঁহার মনে সম্পূর্ণ সত্যের আকার ধারণ করিয়া বসিল। তখন তিনিও নাচার। মোসাহেব না রাখিলে আর চলিতেছে না। এমন কি, আর এক সপ্তাহকালের মধ্যে যদি মোসাহেব না রাখা হয়, তবে লোকের কাছে বাহির হওয়া, চলা ফেরা, উঠা বসা, খাওয়া শোয়া, দায় হইয়া উঠিবে। অতএব স্থির হইল যে, একটী মোসাহেব চাইই চাই।

কথাটা শীঘ্রই রাষ্ট হইয়া পড়িল। ঘটনাক্রমে আমাদের নীলুখুড়োও ঐ সময় কাহারও মুখে শুনি লেন, যে অমুক বাবু একটী মোসাহেব রাখিবেন। অন্যান্য চাকরীর কথায় নীলুখুড়ো কর্ণপাতও করিতেন না। কিন্তু মোসাহেবী চাকরীর কথা শুনিয়াই নীলুখুড়োর মনে কেমন—একটা ঝোঁক চাপিয়া গেল। নীলুখুড়ো বোধ হয় জানিতেন যে, বড় মানুষের মোসাহেবীতে বিদ্যা বুদ্ধি থাকা নিতান্তই নিষেধ, কাজ কর্ম্ম ত নাই বলিলেই হয়, অথচ আহার বিহারের ব্যাপারটা সুচারুই হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ বোধেও বটে এবং একটা চাকরী করার সখ্ জন্মিয়াছিল, সে সখ মিটাইবার জন্যও বটে,—নীলু- খুড়ো এই চাকরীর জন্য চেষ্টা করাই স্থির সঙ্কল্প করিলেন।

হয় ভালই, না হয় নাই হইল, মনের ভাব যাহার এরূপ, সে সুপারিশের তোয়াক্কা রাখিবে কেন?

নীলুখুড়ো কোন প্রকার সুপারিশের চেষ্টা করিলেন না। তবে, কোন্ দিন, কোন্ সময়ে যাইতে হইবে, এই তথ্যগুলি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়া লইয়া, নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী-মোসাহেব-রাখিবেন-এমন-যে-বাবু তাঁহারই বাটীতে নীলুখুড়ো গিয়া উপস্থিত। নীলুখুড়ো একেবারেই উপরে বাবুর কাছে যাইতে উদ্যত; কিন্তু জনৈকতকে তাঁহাকে সেরূপ অসমসাহসিকতা দেখাইতে নিষেধ করায় এবং বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করায়, নীলুখুড়ো প্রদর্শিত গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন যে তথায় আরও অনেক গুলি ব্যক্তি নীরবে পুত্তলিকা-প্রায় বসিয়া অনন্যমনে কালযাপন করিতেছে। নীলুখুড়ো গিয়া তাহাদের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন এবং আলাপে অনতিবিলম্বেই জানিতে পারিলেন যে, তাহারা সকলেই সমলোভী জীব; কেবল পাখ্সাট্ মারিবার জন্য কাল-প্রতীক্ষা করিতেছে। পরীক্ষার বিভীষিকা নীলুখুড়োর মনে আদৌ হয় নাই; হইলে, বোধ হয় তিনি এ কাজে কখন অগ্রসর হইতেন না। তবে, এখন আর পশ্চাৎ-সর হওয়াও ভাল দেখায় না। যখন ডুবেছেন, তখন

পাতাল না দেখিয়া যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া, নীলুখুড়ো ঈষৎ নিরাশ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলেন এবং নিরতিশয় অ গ্রহ সহকারে নবাগত হুঁকাটী অগ্রেই অধিকার করিয়া তামাক সেবনে গভীরতর মনোনিবেশ করিতে থাকিলেন। ক্রমে উপর হইতে মোসাহেবী-প্রার্থিগণের একে একে তলব্ হইতে আরম্ভ হইল। একজন গিয়া পারিষদ-পরিবেষ্টিত বাবুটীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। নাম ধাম্ জিজ্ঞাসাদির পর;

বাবু।—কেমন, এ কাজ পার্‌বে ত?

প্রার্থী।— আজ্ঞে, পার্‌বো বই কি?

বাবু।—বোঝ, কিন্তু কাজটী একটু শক্ত।

প্রার্থী।—আজ্ঞে, তা আর শক্ত কি? আমি অনেক স্থানে ভারি ভারি কাজ করেছি, তার জন্য কোন চিন্তা নাই, ইত্যাদি।

বাবু। আচ্ছা, তুমি বোসো গে।

আর এক ব্যক্তির ডাক হইল। আর একজন গিয়া হাজির। নাম ধাম জিজ্ঞাসাদির পর;—

বাবু।—কেমন, এ কাজ পারবে ত?

প্রার্থী।—আজ্ঞে, বলেন কি? এ আর পারবো না!

বাবু।—বেশ ক'রে বুঝে দেখো, মোসাহেবী কাজ,

ভারি হুঁসিয়ারী চাই আর—(কথা সাঙ্গ না হইতে হইতেই)

প্রার্থী।—আজ্ঞে আর বোলতে হবে কেন? আমার কাজ দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন। আমি যে সকল কাজ করে এসেছি, তার কাছে, এ কি আর কাজ!

বাবু।—আচ্ছা, তুমি বসোগে।

এদিকে যতক্ষণ হুঁকা টানিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছিল, ততক্ষণ নীলুখুড়ো সুস্থির ছিলেন। এখন তামাক নিঃশেষ হইয়া আসিল; নীলুখুড়োও দেখিলেন যে, বেজায় বিলম্ব করা আর পোষায় না। তৃতীয় ডাকেই নীলুখুড়ো, যেন তাঁহাকেই ডাকা হইয়াছে এইরূপ ভাবে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া, উপরে চলিলেন। তৃতীয় ডাকে আরও দুই এক জন আসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নীলুখুড়োর ঐরূপ নিঃশঙ্ক-ব্যস্তসমস্ততা দেখিয়া বোধ হয় উহাঁরই আহ্বান হইয়া থাকিবে ভাবিয়া, অপ্রতিভ-ভাব-ব্যঞ্জক একটু মুখ-চাওয়া-চায়ি ও বিকৃত শুষ্ক হাস্য করিয়া ঝটিতি পুনঃ স্বীয় স্বীয় আসনাধিকার করিতে তৎপর হইলেন।

নীলুখুড়ো উপরে গিয়া হাজির। ঐরূপ নাম ধাম জিজ্ঞাসাদির পর,—

বাবু। এ কাজ কোরতে পারবে?

নীলু। আজ্ঞে, পারবো।

বাবু। না হে, কাজটা বড় সহজ নয়, বেশ ক'রে বুঝে দেখো।

নীলু। আজ্ঞে, আমারও তাই একটু সন্দেহ; কাজটা ভারি শক্ত, পার্‌বো—কি,—না!

বাবু। তা এমনই কি? তোমারত দেখ্‌ছি বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, এ কাজটা আর পার্ব্বে না?

নীলু। আজ্ঞে, তা আর পারবো না, কি? এ কাজ আর এমনই কি শক্ত?

বাবু। তা বটে; তবে কি জান, কাজটীতে নানা রকমের ঝুঁকি আছে।

নীলু। আজ্ঞে, আমারও ত ঐ ভাব্‌না। আমি ত তাই ভাব্‌ছি যে, এত বড় ঝুঁকি কাজ কেমন ক'রেই ক'র্‌বো!

বাবু। তা, একটু সাবধান হ'য়ে, বুঝো সুঝে চোল্‌তে—তা বোধ হচ্চে তুমি পারবে।

নীলু। আজ্ঞে, তা আর পারবো না? একটু সাবধান হয়ে, দেখে শুনে, বুঝে সুঝে, কাজ কোল্লেই মিটে গ্যালো।

বাবু। তবু কি জান, মোসাহেবী কাজ! ভয়ানক! কাজটী যেমন তেমন লোকের কর্ম্ম নয়।

নীলু। আজ্ঞে, ঐ ত আমার ভয়! ও কি আমার মত লোকের কাজ? শেষটা কি কোর্‌তে কি কোরে বোস্‌বো!

বাবু। তা যাক্, তুমি বোধ হচ্চে পারবে।

নীলু। আজ্ঞে, তা পারবো বই কি।

বাবু। তুমিই বাহাল হ'লে। এখন তবে যাও।

নীলু। (ঈষৎ অস্ফুট স্বরে) এততেও আর আমি বাহাল হবো না, ত হবে কে?

বলা বাহুল্য, নীলুখুড়োই চাক্‌রীটী পাইলেন। নীলুখুড়ো কিছু কাল চাকরী করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে বাবুটী নীলুখুড়োকে "পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে" দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার সহিত "সমাজে" অনুগমন করিতে বলায়, নীলুখুড়ো চাকরী ছাড়িয়া দিলেন। নীলুখুড়ো পারিতেন না, এমন কর্ম্মই ছিল না। তবু কিন্তু তিনি,কি জানি কেন, এটীতে সম্মত হইয়া উঠিতে পারিলেন না। চাকরী ছাড়িয়া বরং পুনর্মূষিকভাব ধারণ করাই শ্রেয় মনে করিলেন।

নীলুখুড়োর বারোয়ারী।

যাহার কাজ না থাকে, সে অন্তত খুড়োর গঙ্গাযাত্রার যোগাড় করে; তবু বসিয়া থাকে না। নীলুখুড়োর সে সুযোগ হয় নাই; সুতরাং নীলুখুড়ো বাড়ী বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া, এক দিন পাড়ায় একটা বারোয়ারী পূজার ফন্দি আঁটিয়া বসিলেন। নীলুখুড়োর বারোয়ারীর হুজুগে পাড়ার ছেলেরা মাতিয়া উঠিল। নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় প্রধান উদ্‌যোগী,—অন্যান্য ছেলেরা সহযোগী। পাড়ার ছেলেমহলে মহা ধূম পড়িয়া গেল। চাহিয়া মাগিয়া যতদূর যোগাড় হইবার, তাহা সমস্তই হইল; এবং তাহা ছাড়া, কিছু কিছু চাঁদা আদায়ের চেষ্টাও চলিতে লাগিল। পাড়ার গৃহস্থেরা সকলেই নীলুখুড়োকে বিলক্ষণ চিনিত; সুতরাং অনেকেই বিশেষ ভয়ও করিত। সেই ভয়ে কেহই চাঁদা দিতে অস্বীকার করিতে পারিল না। ছেলে-ছোকরার কাণ্ড দেখিয়া, বিশেষ, নীলু-খুড়ো এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী বুঝিয়া, কাহারই ইহাতে আস্থা হইল না; তত্রাচ কিন্তু অল্প স্বল্প চাঁদা দিয়া নীলুখুড়োকে তুষ্ট রাখিতে সকলেই বাধ্য হইলেন। তাহাতে খুব খরচ পত্র হইতে পারে, এমন জাঁক জমকের মত অর্থ সংস্থান হইয়া উঠিল না।

এ দিকে নীলুখুড়ো খুব জেঁকো কথায় পাড়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন—ছয়টা পাঁটা বলি হবে, হেন হবে, তেন হবে, অমুকের যাত্রা হবে, ইত্যাকার নানা কথায় পাড়া মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল করিয়া বেড়াইতেছেন। ঢাকী ঢুলির বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। নিকটস্থ পল্লীগ্রামে গিয়া একজন পাঁঠা-বিক্রেতা মুসলমানকে ভাল ভাল, কাল কাল, ছয়টা পাঁঠা লইয়া বারোয়ারীতে সময়মত আসিতে বলিলেন, এবং সে একদিন থাকিয়া খুব খাইয়া দাইয়া যাত্রা শুনিয়া যাইবে, এ প্রকার নিমন্ত্রণও তাহাকে করিয়া আসিলেন। চাষা মানুষ; খাওয়া দাওয়াটা ভারি উপরি-পাওনা মনে করিয়া, দিন গণণা করিতে লাগিল। তার পর, নীলুখুড়ো একদল যাত্রার দল বায়না করিতে গেলেন; এবং স্থির কথাবার্ত্তার নিমিত্ত অধিকারীকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে আনিলেন। নীলুখুড়োদের বাড়ী দেখিয়াই অধিকারী মহাশয়ের মনে একটা ভাবী আশালতা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।

রায় মহাশয় প্রভৃতি সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় নীলুখুড়ো অধিকারীকে বলিলেন ;—

"কেমন হে,তা হ'লে প্যালায় গাবে, না ফুরণে গাবে ? একটা স্থির কোরে বলো। তা বুঝে, কথাবার্ত্তা স্থির হোয়ে যাক্।"

অধিকারী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া লইতেছেন, এমন সময়ে,—

রায় মহাশয়।—না, না, এ বছর আর প্যালার বন্দোবস্ত কোরে কাজ নেই; ফুরণই ভাল। আর বছর ঐ করে, ছোট বাবুর অমন শাল-জোড়াটা, আর বড়-গিন্নীর বারাণসী শাড়ী খানা দেখ্তে দেখ্তে গ্যাল। সহর খুঁজে কটা বাড়ীতে অমন শাড়ী বা'র কর্ত্তে পার? আমাদের বাবুদের যেমন গাওনা গাওনা বাই, তাতে প্যালার বন্দোবস্তে আর কাজ নাই; ফুরণই ভাল।

নীলু। কেমন হে অধিকারী মহাশয়, তবে ফুরণের কথাই ভাল।

ভাবগতিক শুনিয়া, অধিকারী মহাশয় প্যালার আশায় উৎফুল্ল হৃদয়ে বলিয়া বসিলেন,—"আজ্ঞে, না মশাই; আপনাদের এখানেও যদি ফুরণে গাব, তবে প্যালায় গাব কোথা? সে কি হয়। প্যালার কথাই ভাল।"

নীলু। রায় মহাশয়, কি বল? অধিকারী ত ফুরাণে রাজী হয় না।

রায় মহাশয়। না হয়, ত আর কি কোর্‌বে বল? তোমরা কর্ত্তা, তোমরাই যদি রাজী হও, ত আমার

কি? আমি সেই জন্যেই ত আগে বলেছিলুম যে, একেবারে সেখান থেকে ফুরণের কথা ঠিক কোরে এসো। তা নয়, তুমি আবার প্যালার কথা পেড়ে বোস্‌লে? অধিকারী মশায় পেশাদার লোক; বুদ্ধি আছে; এমন সুবিধে ছাড়্‌বে ক্যান?

নালু। যাক্, হয়েছে হয়েছে; তবে প্যালার কথাই ঠিক রৈল। দেখো যেন সকাল ব্যালাই দল এসে এখানে পৌঁছায়।

অধিকারী মহাশয়, প্রফুল্লচিত্তে "শাল জামিয়ার" ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন।

পূজার দিন প্রাতঃকালেই যাত্রার দল আসিয়া উপস্থিত। আসিবা মাত্রেই নীলুখুড়োর আদর অভ্যর্থনা করার ধূম দেখে কে! "এয়েছো বাবা, বেশ হয়েছে—আমাদের লোকজন কম, কাজ কর্ম্মের বড়ই গোলযোগ হইতেছিল। রায় দা—এই ন্যাও, তোমার অধিকারী মশায় দলশুদ্ধ এসেছেন—কাজ কর্ম্মের জন্য আর ভাবিতে হবে না। অধিকারী মশায় বারোয়ারীর কাজ বেশ বুঝেন। এইরূপ আমড়া-গাছি গোছের ভূমিকা করিতে করিতেই অমনি, দুই এক জন করিয়া যাত্রার দলের লোকদিগকে কাজে লাগাইতে সুরু করিয়া দিলেন। সে কাজও কি আবার যেমন তেমন!

বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনা, সেই বাঁশ ছোলা, দড়ি পাকান, ভারা বাঁধা, লণ্ঠন টাঙ্গান, গেলাস মোছা, তামাক কোটা, তামাক মাখা ইত্যাদি খুটি নাটি সমস্তই যাত্রার দলের লোকেরা করিতে আরম্ভ করিল। ছোকরাগুলা পাতা কাটিয়া নৈবিদ্য তৈয়ার করা হইতে স্বরু করিয়া, পরে সেই নৈবিদ্য বাড়ী বাড়ী বিলি করা পর্য্যন্ত সমস্তই করিতে বাধ্য হইল। তা ছাড়া তামাক সাজার ত বিরাম নাই। এইরূপে সারা দিন যাত্রার দলের লোকে খাটিয়া খাটিয়া সারা হইল। ক্ষীর ও লুচির লোভ দেখাইয়া নীলুখুড়ো ছোক্‌রা ধ'রছেন আর ব'ল-ছেন—"বাবা এই নৈবিদ্য খানি অমুক বাড়ীতে দিয়ে এস, রাস্তায় জিজ্ঞাসা কোল্লেই বোলে দেবে। রাত্রি পর্য্যন্ত এইরূপ খাটিয়া খাটিয়া ছোকরা গুলা হাঁপিয়ে উঠিল। অধিকারী মহাশয় শালের আশায় মরিয়া আছেন, দ্বিরুক্তি করিতে সাহস করেন নাই।

রাত্রে যাত্রা। অধিকারী মহাশয় সতেজে গান জমাইবার যোগাড় করিলেন; কিন্তু প্যালা অতি কমই পড়িতে থাকিল। নীলুখুড়োর বারোয়ারীতে প্যালা আর কতই হইবে? তাহার উপর আবার রায় মহাশয় পাড়ায় রটাইয়া রাখিয়াছেন যে, ফুরণের বন্দোবস্ত। সুতরাং যাহারা দিত, তাহারাও দিল না।

অধিকারী মহাশয় বেগোছ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন—গানও নরম পড়িয়া গেল। প্রাতঃকালেই যাত্রা ভাঙ্গে ভাঙ্গে। পাছে অধিকারী কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন, সেই জন্য রায়-মহাশয় আবার তাঁহাকে প্রবোধ-বচন শুনাইতে গেলেন। আস্তে আস্তে অধিকারীকে বলিতে লাগিলেন,—"অধিকারী মশায়—আমার কথা শুন্‌লে না! তখনই ত বলেছিলুম যে প্যালার বন্দোবস্ত কোরো না। অধিকারী মশায় ফুরণ কোরে লও। তখন তুমি কিছুতেই শুন্‌লে না। দেখ্‌লে ত। আমি জানি কি না।—বারয়ারীর কাণ্ড!—বিশেষ আবার আমাদের পাড়া। এখানে প্যালায় কি তোমার পোষায়! তুমি আমার কথা তখন না বুঝে, প্যালা প্যালা কোরে হ্যালায় হারালে! এখন দেখো দেখি কি হ'ল?"

অধিকারী মহাশয়ও মনে প্রবোধ দিতে থাকিলেন যে, নীলু ঠাকুরের আর দোষ কি। নীলু ঠাকুর ত দুয়ের কথাই আম্মায় বলেছিলেন—আমি না বুঝিয়া নিজ দোষেই এবার মারা গেলাম্। যাহোক, ঠেকে শিখ্‌লাম্। প্যালায় আর কোন্ শ্যালা গায়! ফুরণ নইলে আর গাবো না। এই আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কোল্লাম।

অধিকারী তাড়াতাড়ি যাত্রা ভাঙ্গিয়া বিদায় লইলেন।

পাঁঠাওয়ালা মুসলমান আসিয়াছে। বিসর্জ্জনের দিন খাইয়া, দাম লইয়া, চলিয়া যাবে। এক পার্শ্বে নীলুখুড়ো তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া গিয়া, পরে গোটা-কতক মেটে ভাঁড় আনিয়া তাহার কাছে জমা করিতে লাগিলেন। লোকজন খাইতে বসিতেছে, এমন সময় রায় মহাশয় ভাঁড় লইতে আসিয়া, তাহাকে দেখিয়া,—যদিও জানিতেন,—তবু বলিয়া উঠিলেন,—"মশাই দাঁড়িয়ে রইলেন যে—এই সময় বোসে যান—ব্রাহ্মণ ত ? কি-ঠাকুরের দাড়ি রেখেছেন নাকি মশায় ?"

সে একটু থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "মুই মোছর্-মান।" প্যাঁটার দামের নেগে দেঁড়িয়ে রইচি।"

রায় মহাশয় তখন বিকট চীৎকার করিয়া—"বেরো ব্যাটা, হিঁদুর জাত মার্‌তে এয়েচো ? পাজি ! ধোরে জুতো পেটা কর্‌তো রে, ইত্যাদি।"

সে তখন খানিক দূরে গিয়া, জোড় হাতে—"মোর প্যাঁঠার দামটা দিলেই মুই বিদেয় হই"—বলিতে না বলিতে রায় মহাশয় "ব্যাটা জাত্ মার্‌লে, আবার "প্যাঁঠার" দাম ! মারতো শালাকে" বলিয়া মারিতে উদ্যত হইবা মাত্র, সে উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পথ পাইল না।

বলা বাহুল্য যে, নীলুখুড়ো ভাঁড় রাখিয়াই তথা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

বাজন্দারদিগকে সমস্ত দিন খাটাইতেও নীলুখুড়ো বাকি রাখেন নাই। যে যে কর্ম্ম তাহাদের দ্বারা হয়, তাহা সমস্তই সারাদিন তাহাদিগকে করিতে হইয়াছে। তাহার উপর নীলুখুড়োর কাণ্ডটা একবার দেখ!

রাত্রিতে শুইবার সময়ে ঢাকী, ঢাকটী ও কাটি দুইটি ঠিক হাতের গোড়ায় রাখিয়া শুইয়া থাকে। অতি প্রত্যুষে বাজাইবার সময় ঐরূপ বন্দোবস্তে, ঢাকীকে আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হয় না, শুইয়া শুইয়াই বাজান চলে। ঢাকী ঐরূপ ভাবে শুইয়া আছে; নীলুখুড়ো অধিক রাত্রিতে চুপি চুপি গিয়া কাটী দুইটী সরাইয়া লইলেন।

প্রত্যুষে বাজাইবার সময় ঢাকী শুইয়া শুইয়া কাটী হাঁতড়াইল—পাইল না। আলস্যে আর উঠিতে পারিল না। ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা হইয়াছে, অথচ ঢাক বাজে না। নীলুখুড়ো ঢাকীর কাছে গিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন—"এত বেলা পর্য্যন্ত ঢাকির ঘুম—পূজা-বাড়ীতে সকালে ঢাক বাজে না—বক্সিসের সময় দ্যাখা যাবে।

ঢাকি ত-তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাঠী না পাইয়া মহা অপ্রতিভ হইল এবং শীঘ্র দুটো কাঠি তৈয়ার করিয়া ঢাক বাজইয়া দিল এবং মনে মনে করিল যে, বিসর্জ্জনের দিন ত আছে, পরদিন খুব ঢাক বাজাইয়া নীলু ঠাকুরকে খুসী করিবে। এবার রাত্রিতে শুইবার সময় কাটী দুটী সাবধানে

বালিসের নীচে রাখিয়া, ঢাকটী শিয়রে করিয়া শুইল। এ দিকে গভীর রাত্রে নীলুখুড়ো আস্তে আস্তে ঢাকের মুখটী ফিরাইয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। প্রত্যূষে ঢাকী শুইয়া শুইয়াই কাটী ধরিল। উল্টো ঢাকে সজোরে কাটী পড়িল ;—ঢাকও ঢ্যাব ঢ্যাব করিয়া বাজিয়া উঠিল। নীলুখুড়ো ঐ প্রতীক্ষায় আছেন, সুতরাং অমনি—"কেরে, সকাল বেলা পূজো-বাড়ীতে উল্টো ঢাকে কাটি" —বলিয়া রাগভরে আসিয়া দেখিলেন, ঢাকী স্বয়ং এই কাজ করিয়াছে। তখন আর যাবি কোথা ? ঢাকীর উপর মহা আক্রোশ ;—"ব্যাটা উল্টো ঢাকে কাটি দিলি, পাড়ায় এ বছর মড়কই হবে, কি, কি হবে ! কল্লি কি ব্যাটা ? তোকে মেরে খুন করবো ইত্যাদি" বলিতে বলিতে ঢাকের বাঁয়াটী ত ছিঁড়িয়া দিলেন।

এমন সময় রায় মহাশয় আসিয়া বলিলেন—"নীলু, থাক্ থাক্। আর, বচ্ছরকার দিনে মেরে কাজ নেই ; ব্যাটার ঢাকটা টাঙ্গান থাক্। যদি পাড়ায় বছরটা ভাল যায়, তবে আর বছর ব্যাটা এসে বাজ্য়ে, তবে ঢাক নিয়ে যেতে পাবে।"

ঢাকী তখন, "সেও•বরং ভাল" ভাবিয়া ঢাক খোয়াইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় হইল। ঢাকীর যখন এই দুর্দ্দশা, তখন ঢুলিরা কি আর কথা কহিতে পারে ?

তাহারা ঢোল বাঁচাইয়া ফিরিতে পাইল, এই যথেষ্ট মনে করিল।

এইরূপে নীলুখুড়োর বারোয়ারি বিনা বাজে-ব্যয়ে, নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

ভূত নয়—কিন্তু অদ্ভূত !

কলিকাতা সহরে এখন যেমন অলিগলি মিঠাইয়ের দোকান, নীলুখুড়োর আমলে সেরূপ ছিল না। তখন বাক্স করিয়া মোণ্ডা মিঠাই পাড়ায় পাড়ায় হাঁকিয়া যাইত। এসব জিনিষের উপর নীলুখুড়োর অদম্য লোভ। বৈকাল-বেলায় "বাক্স-ওয়ালা" পাড়া দিয়া হাঁকিয়া গেলে, নীলুখুড়োর কাছে প্রায়ই ফাঁক যাইতে পাইত না। প্রতিদিনই যে তিনি শুধু নিজের জন্যই লইতেন, এমন নয়। পাড়ার ছেলেরাও যেমন নীলুখুড়োর একান্ত ভক্ত ছিল, নীলুখুড়োও আবার "ভাইপো" দিগের আব্দার রক্ষা করিতে তেমনই প্রাণপণে যত্ন করিতেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীর বাহিরে বেঞ্চে সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বাক্সওয়ালা হাঁকিল,—"মোণ্ডা,—মিঠাই—খাস্তা কচুরী।" হয়ত, ছেলেরা নীলুখুড়োকে ধরিয়া বসিল যে, খাওয়াইতে হইবে। নীলুখুড়ো ভক্তবৃন্দের আব্দার-রক্ষায় কখন বিমুখ ছিলেন না। এইরূপে এবং অন্যান্য রূপে ভক্ত-প্রতিপালনে নীলুখুড়োর বিলক্ষণ খরচও হইত। "নীলুখুড়োর খরচ" শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না। চিরকাল, প্রতিদিন, সব কাজই যে নীলুখুড়ো বে-খরচা চালাইয়া দিতেন, এমন নহে। নীলুখুড়ো মধ্যে

মধ্যে ভাল ভাল চাক্‌রীও জুটাইতেন, বেশ দশ টাকা রোজগারও করিতেন। কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম সম্বন্ধে, নীলু-খুড়োর মনে, "হেসে খেলে লওরে যাদু মনের সুখে" এই মত সুদৃঢ় থাকায়, তাঁহার উপার্জ্জিত ধন বড় অধিক-ক্ষণ স্থায়ী হইতে পাইত না। জোয়ারের জলের মত দেখা দিয়া ক্ষণ পরেই আবার সরিয়া যাইত ;—তখন আবার যে চড়া, সেই চড়া! রিক্ত-হস্ত হইলে সহজ লোকের ঘাড়েও যখন "দুষ্ট সরস্বতী" আসিয়া ভর করেন, তখন রঙ্গিল ডাংপিটেমো যাহার মজ্জাগত, তাহার ঘাড়ে চাপিয়া ঠাকুরাণীটী যে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ কীর্ত্তি-কৌতুক দেখাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বলিয়াছি ত, বাক্‌সওয়ালা পাড়া দিয়া হাঁকিয়া গেলে নীলুখুড়োর কাছে বাদ যাইতে পাইত না। প্রথম প্রথম দিন কতক নগদ; তার পর দিন কতক ধারে ; আবার শোধ ; এইরূপে বাক্‌সওয়ালা মাণিকও দেখিল যে, বেশ খরিদ-দার বটে। বিশেষ, নীলুখুড়োর কাছে একবার বসিলে, তার পর তাহাকে আর বড় বেড়াইতে হইত না নীলুখুড়ো একাই 'এক শ'; তাহার উপর আবার "ভাইপোরা" আছেন। মাণিকের খুব কাট্‌তি। ক্রমে বাকী পড়িয়া আসিতে থাকিল ;—বাকীর উপর বাকী, তার উপর বাক তত্রাচ মাণিকের অবিশ্বাস বা সন্দেহ

নাই। প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজায় মাণিক বেচিতেছে; পাওনা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে কেন?

তিন চারি মাস এইরূপে যায়। পাওনাও হইল বিস্তর। মাণিক টাকা চায়, নীলুখুড়ো মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া দেন মাত্র। মাণিক দেখিল, বড় বেগতিক। বাকী আদায়ও হয় না, অথচ খাওয়ারও কামাই নাই, কম্‌তি নাই। এ দিকে আবার পাড়ায় বেচিতে আসিলে এড়াইয়া যাইবারও যো নাই। নীলুখুড়োর মন-ভুলানে মিষ্ট কথা ত ছিলই; তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল, তাঁহার প্রবল প্রতাপ। মাণিকের সাধ্য কি যে, মিঠাই লইয়া পাড়ায় আসিয়া, জোর করিয়া "দিব না" বলে? অগত্যা তিন চারি মাসের পর মাণিকচন্দ্রকে সে পাড়ায় মিঠাই বেচিতে যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। পাড়ার মায়া কাটাইল; কিন্তু টাকার মায়া ত কাটাইতে পারে না। দুই এক টাকা নহে; বিস্তর টাকা পাওনা! আদায় না হইবার মতও নয়, বড় মানুষের বাড়ী! সুতরাং মধ্যে মধ্যে মাণিকচন্দ্র শূন্য হস্তে তাগাদা করিতে আসে, আর নীলুখুড়োর সেই আশ্বাস-সম্বলিত ও বিশ্বাসোৎপাদক মিষ্ট কথা শ্রবণ করিয়া তেমনই শূন্য হস্তে আবার ফিরিয়া যায়। বার বার, অনেকবার এইরূপ হইতে থাকিল;—নীলুখুড়োরও আশ্বাস দিতে ত্রুটী নাই, মাণিকেরও বিশ্বাস

করিতে অবহেলা নাই। ক্রমে মাণিকের মন ভাঙ্গিয়া আসিল।

এক দিন নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় বসিয়া আছেন। মাণিক আসিয়া উপস্থিত।

রায়। কি হে মাণিক যে? শুধু হাতে কি মনে কোরে?

মাণিক। আজ্ঞে, মবলগ ট্যাকা পোড়ে রৈল। আমি গরিব মানুষ, কোৎথেকে চালাই, বলুন দেখি। বড় বাবু আজ দয়া না কোল্লে ত মারা যাই। আজ, ধর্ম্মাবতার, নিবেদন, কিছু দিতেই হবে।

রায়। (যেন কিছুই জানেন না!) হাঁহে নীলু, আজও মাণিককে মিট্য়ে দাওনি?

নীলু। দেবো কোৎথেকে? হাতে কিছু থাকতে পাচ্ছে কি? আর এখন ত সুমুখে পুজো। সেই হোতে কোত্তে পূজোর সময় হবে।

রায়। তাই ঠিক কোরে বোলে দাও। মাণিক তাহ'লে সেই সময়ে আসবে। নয়ত, এ রোজ রোজ হাঁটাহাঁটি ত ভাল দেখায় না!

নীলু। (স্বগত—গম্ভীর ও চিন্তিত ভাবে) চতুর্থীর দিন দেখ্‌ছি হবে না,—পঞ্চমীর সকালে ওদের ওখানে যেতে হবে,—দুপরে কাছারী, তার পর বৈকালে কাপড়-

ওয়ালাকে বিদেয় কোত্তে হবে। (মাণিকের প্রতি, দৃঢ়স্বরে) মাণিক, বাপু, তুমি পঞ্চমীর দিন রাত্রি আটার পর আস্‌বে। আমার সঙ্গে দেখাও হবে, আর সমস্ত মিট্‌য়েও দেওয়া যাবে।

মাণিক। সে কি বড় বাবু! আজ হ'ল আষাঢ় মাস; শ্রাবণ—ভাদ্র—আশ্বিন; বলেন কি?

রায়। মাণিকচন্দ্র, বড় বাবু যা বোলেচেন, তা হিসেব কোরেই বোলেচেন। এর আগে হবে না। মিছেমিছি কেন শুধু হাঁটাহাঁটি কোরে মোরবে? আব ভাব্‌বে যে, এরা এম্নি লোক যে, খেয়ে শেষে টাকা দ্যায় না। এ দুটো মাস বড়ই ঝঞ্ঝাট। আষাঢ় ত শেষ হয়ে এলো;—শ্রাবণ ভাদ্র, এই দুটো মাস বই ত নয়। আশ্বিনের আরম্ভেই পূজো। দুটো মাসের জন্যে আর বাবা ব্যস্ত হোয়ো না।

একটা স্থির কথা শুনিয়া, মাণিকের ভাঙ্গা মন আবার জোড়া লাগিল। মাণিক বাড়ী দেখিয়া ভুলিয়াছেন। বাহ্য আড়ম্বরে জগৎ ভুলে, মাণিক ত কোন্ ছার! ছোটখাট বাড়ী হইলে মাণিক সেদিন একটা এস্পার-কি-ওস্পার না করিয়া, চীৎকার গোলমালে পাড়া তোলপাড় না করিয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু প্রকাণ্ড বাড়ী! কোন বালাই নাই—অবিশ্বাস নাই, সন্দেহ নাই। পঞ্চমীর রাত্রি ত পঞ্চমীর রাত্রি; তাহাতেই

মাণিক খুসী হইয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে সেদিন ফিরিয়া গেল। একেবারে পঞ্চমীর রাত্রিতে টাকা আদায় করিতে আসিবে।

নীলুখুড়োদের আসল বাড়ী কলিকাতায় নহে—কলিকাতা হইতে একটু দূরে, এক পল্লীগ্রামে। সুতরাং পূজাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সেখানে গিয়াই হয়। চতুর্থীর দিন সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড পরিবার সমস্ত চলিয়া গিয়াছে। তিন-মহল বাড়ী একেবারে শূন্য। আছেন কেবল নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয়। ইহাঁরা ষষ্ঠীর দিন যাবেন।

পঞ্চমীর রাত্রিতে মাণিক টাকা আদায় করিতে আসিবে। সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে নীলুখুড়ো, তাঁহার কতিপয় "ভাইপো-ইয়ার" ও রায় মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বহির্বাটীর বাহিরের দিকের ঘরে না বসিয়া, পূজার দালানের ওধারে ভিতরের দিকে একটা ঘরে সকলে মিলিয়া বসিলেন। ঘরে সামান্য একটী প্রদীপের আলোক ঘরটীকে অর্দ্ধ আলোকিত করিয়া রাখিল। যেরূপ আলোক অপেক্ষা বরং অন্ধকার ভাল, সেইরূপ ক্ষীণালোকে সেই শূন্য বাড়ীর ঐ একমাত্র আলোকিত ঘরটী অতীব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতরে আর যাহা করিলেন, তাহা আরও ভয়ঙ্কর। মাণিক

আসিলেই, পাঠক, মাণিকের সঙ্গে তাহা দেখিতে পাই-বেন।

রাত্রি হইয়াছে। মাণিক আসিয়া দরজায় ঢুকিল। জনপ্রাণী নাই—মানুষের শব্দ পর্য্যন্ত নাই। যে বাড়ীতে দিবানিশি লোক জন, কোলাহল কলরব,—দেউড়ীতে দরোয়ান, বৈঠক খানায় বাবু, চারি দিকে চাকর বাকর, সেই বাড়ী আজি পঞ্চমীর দিন নীরব, নিস্তব্ধ;—জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নাই! মাণিকের মনটা হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল। বিশেষ, মাণিক প্রায় তিন মাস এ বাড়ীতে আসে নাই। এই তিন মাসে গোষ্ঠীশুদ্ধ কিছু সর্ব্ব নাশ হইয়াছে না কি?—এমন চিন্তাও চকিতের ন্যায় মাণিকের মনে উদয় হইল। মাণিক এদিক ওদিক চাহিতেছে,—আর অগ্রসর হইতেছে। চারিদিকেই ক্ষীণ জ্যোৎস্না-মিশ্রিত অন্ধকার, বাহিরের ঘর সকল শূন্য অথচ খোলা! শূন্য বাড়ী বন্ধ থাকিলে, তেমন ভয়ঙ্কর দেখায় না। কিন্তু জনপ্রাণী নাই, অথচ দ্বার জানালা সব খোলা—এমন বাড়ী দেখিলেই গা শিহরিয়া উঠে—মনে হয়, যেন চারিদিকে কি-জানি-কাহারা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে! যেমন জীবন শূন্য দেহে জীবনের লক্ষণ তেমনই জনপ্রাণী শূন্য গেহে জনপ্রাণী থাকার লক্ষণ, দেখিলেই হঠাৎ কেমন চমকিয়া উঠিতে হয়!

দেখিতে দেখিতে, মাণিকের ভয় ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকিল। মাণিক বারাণ্ডায় গিয়া দেখে যে, পূজার দালানের ওধারে একটী ঘরে ঈষৎ আলোক জ্বলিতেছে। লোকজনের অস্ফুট কথাবার্ত্তাও মাণিকের কর্ণগোচর হইল। মাণিক টিপি টিপি সেই ঘরের দরজায় উপস্থিত হইয়া ঘরে উঁকি মারিবা মাত্র যুগপৎ যাহা দেখিল ও শুনিল, তাহা অতীব বিকট, বীভৎস ও ভয়ঙ্কর! সেই অর্দ্ধ-আলোকিত গৃহে দশ বারটী একেবারে উলঙ্গ পুরুষ-মূর্ত্তি একস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওঁরে ফাঁণিক কিঁছু খাঁবার এঁনেছিস তঁ দেঁ—অঁনেক দিঁন অঁামরা কিঁছু খাঁইনি বাঁবাঁ,"—এই বলিতে বলিতে সকলে—"ফাঁণিক এঁয়েছে—ফাঁণিক এঁয়েছে" বলিয়া আনন্দে ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি করিতে থাকিল। রায় মহাশয়ের সেই মূর্ত্তিটী তখন—কিঁছু নাঁ এঁনে থাঁকিস তঁ তুঁই এঁদিকে অাঁয়"—বলিয়া দৌড়িয়া দরজার দিকে আসিবার উদ্যম করিল।

মাণিক উঁকি মারার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার সজ্ঞান ছিল। তার পর ঐ মূর্ত্তি-নিচয় দেখিয়া এবং সেই সঙ্গে "ফাঁনিক" শুনিয়াই মাণিকের চৈতন্যলোপ পাইয়াছে; পদদ্বয় থর থর কম্পিত হইয়া হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি চলিতেছে;—গাত্রময় গলৎ-ঘর্ম্ম। পশ্চাৎপদ হইবার শক্তিও তখন মাণিকের নাই। মাণিক কাঁপিতেছে, অজ্ঞান হইয়া।

বোধ হয়, আর খানিকক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিলে মাণিকচন্দ্র মূর্চ্ছাগত হইয়া ভূতলশায়ী হইতেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের "তুঁই এঁদিকে আঁয়" শুনিয়া নিতান্তই প্রাণের ভয়ে মাণিকের একটু চৈতন্য হইল—চৈতন্য হইল যে, সত্যসত্যই সে ভূত-পিশাচের মুখে দণ্ডায়মান। তখন সাহসে ভর করিয়া মাণিক উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল। এরূপ অবস্থায় পলায়নের সাহসকেও খুব সাহস বলিতে হয়। মাণিকের পলায়নের উপক্রম দেখিয়া, নীলুখুড়ো অমনি ঘরের বাহির হইয়া বারবার বিকটস্বরে চেঁচাইতে থাকিলেন—"ওঁরে ফাঁণিক, পাঁলাস নে, আঁমরা ফাঁনুষ"। মাণিকের কাণে "ফাঁণিক আঁমরা ফাঁনুষ" যাইতেছে, আর মাণিক পলায়নের বেগ ততই দ্রুত করিতেছে। এদিকে মাণিকও যত দৌড়ায়, নীলুখুড়ো ততই পশ্চাৎ হইতে "ফাঁণিক পাঁলাসনে আঁমরা ফাঁনুষ"—করিতে থাকিলেন।

পাড়ার বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া, তখন মাণিকের প্রকৃত চৈতন্য হইল। টাকার মায়া কাটিয়া গেল। বায়ভূতের পাল্লায় পড়িয়া, প্রাণ বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে,—এই পরম সৌভাগ্য, ভাবিতে ভাবিতে মাণিক চলিয়া গেল।

সেই অবধি মাণিকচন্দ্র সে পাড়ার ত্রিসীমায় আর পদার্পণ করে নাই।

কম্পজ্বর ও সন্দেশ ভক্ষণ।

নীলুখুড়োর কথা ফুরাইবার নহে। সে অনন্ত লীলা-খেলার কথা অনন্তকালেও ফুরায় না। নীলুখুড়ো যত-কাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদিনই একটা-না-একটা কিছু ঘটাইয়া বসিতেন। আর সে ঘটনা "নিতুই নব।" আজকালকার যাঁহারা শুধু বিজ্ঞাপনের ভেল্কী-বাজীতে উদর-জ্বালা নিবারণ করিতেছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপ যেমন একঘেয়ে, নীলুখুড়োর লীলাখেলায় সেরূপ একঘেয়েত্ব ছিল না,—থাকিতে পাইত না। তাঁহার সখের বদ্‌মায়েসীতে খানিকটা রঙ্গ করিবার প্রবৃত্তিও না ছিল, এমন নহে। কিন্তু ইহাঁদের?—ইহাঁ-দের কঠোর কীর্ত্তি-কলাপ শুধু প্রজ্বলিত জঠরানল শান্তির জন্য। রঙ্গের নাম-গন্ধও ইহাতে স্থান পায় না। নীলু-খুড়ো করিতেন—সামান্য একটু হা; ইহাঁরা করেন—একেবারে সর্ব্বগ্রাসী মুখব্যাদান। নীলুখুড়োর হা-র সঙ্গে একটু চতুরতার চুট্‌কী চাহনি থাকিত; কিন্তু ইহাঁ-দের মুখব্যাদান,—বাপ্‌রে বাপ্‌!—কি ভয়ানক ভ্রূকুটি-ভীষণ! ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানেও বরং লালিত্যের লেশ থাকিতে পারে; কিন্তু ইহাঁদের মুখব্যাদান তদ-পেক্ষাও ভয়ঙ্কর! নীলুখুড়ো বড় জোর কাম্‌ড়াইতেন;

কিন্তু ইহাঁরা একেবারে গিলিয়া ফেলেন। কিন্তু, এ সবই সময়ের ফেরে। তাই বলিতেছিলাম যে, নীলুখুড়োর লীলাখেলায় একঘেয়েত্ব স্থান পাইত না,—তাহা "নিতুই নব।"

নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় একদিন বৈকালে কার্য্যোপলক্ষে একত্রে কোন্নগর যাত্রা করিলেন। একা নীলুখুড়োয় রক্ষা নাই; তাহার উপর আবার, রায় মহাশয় সঙ্গে। পথে আজ একটা-না-একটা কিছু না হইয়া যাইবে না। দুইজনে গঙ্গার ঘাটে গিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলেন। নৌকা ছাড়িয়াছে মাত্র, এমন সময়ে তীর হইতে সন্দেশের চ্যাঙ্গারী হাতে একটী ভদ্রলোক,—"মাঝি বরানগর যাবে"—বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। মাঝি নৌকা ভিড়াইল। সন্দেশের চ্যাঙ্গারী হাতে দেখিয়া, নীলুখুড়ো বা রায় মহাশয় কেহই আপত্তি করিলেন না। ভদ্রলোকটীকে উঠাইয়া লইয়া, নৌকা ছাড়িয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে কে আর নৌকার ভিতরে বসে? সকলেই নৌকার বাহিরে বসিলেন। ঐ ভদ্রলোকটীও সন্দেশের চ্যাঙ্গারী নামাইয়া সেই খানে বসিলেন। রায় মহাশয় একটু ব্যগ্রভাবে ভদ্রলোকটীকে কহিলেন—"মহাশয়, সন্দেশের চ্যাঙ্গারীটা বাহিরে রাখা ভাল হইতেছে কি? কি জানি, এই সন্ধ্যাকালে কত

পাখী উড়িয়া যাইতেছে, হঠাৎ জিনিষটা নষ্টও ত হইতে পারে। বোধ করি, ভিতরে রাখাই ভাল।”

অতি সৎপরামর্শ জ্ঞানে ভদ্রলোকটী তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। চ্যাঙ্গারীটী নৌকার ভিতরে রাখিয়া আসিয়া, বাহিরে উহাঁদের সঙ্গে বসিলেন ; এবং বলিলেন—“মহাশয়, বড় ভাল কথাই বলিয়াছেন, আমার ও মনেই হয় নাই। আপনি না বলিলে হয়ত হঠাৎ কোন রকমে সন্দেশ গুলি নষ্ট হইয়া যাইত। তখন তাহা ঠাকুরদের নিবেদন করা ত হইতই না ;—জানিয়া শুনিয়া নিজেদের খাইতেও প্রবৃত্তি, বোধ হয় হইত না। ভিতরে রাখিয়া বড়ই ভাল কাজ হইয়াছে।”

রায় মহাশয় এই ধন্যবাদ শুনিতে শুনিতে ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসির অর্থ বুঝিলেন, নীলুখুড়ো। নীলুখুড়ো বোধ হয় মনে মনে বলিতেছিলেন—‘তোমার ঠাকুরদের নিবেদন করাচ্চি এখনি।”

ভদ্রলোকটী সুস্থির হইয়া বসিলেন। তিনজনে আলাপ পরিচয় হইল। তৎপর, রায় মহাশয় গল্প-গুজব সুরু করিলেন। রায় মহাশয়টী গল্পে যেন আরব্য উপন্যাসের সাহারজাদী। আজ্‌গুবি হইলেও শুনিবার সময় স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। হুঁকাটী হাতে করিয়া, রায় মহাশয় গল্প করিতে থাকিলেন ; আর, বাবুটী অনন্যমনা

হইয়া শুনিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে, কখন টেপাটিপি বা ইশারা হইয়া গিয়াছে, ভগবান্ জানেন; ফলে, নীলু-খুড়ো হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করিয়া ওষ্ঠাধর কাঁপাইতে কাঁপাইতে কম্পজ্বরের আগমন-লক্ষণ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

রায় মহাশয়।—আবার আজ জ্বর এলো? যা। আর বাইরে বসিস্ নে। নে, এই আমার চাদর খানাও নে; দুখানা চাদর মুড়ি দিয়ে ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক্।

রায় মহাশয় পুনরায় সতেজে গল্প চালাইতে থাকিলেন।

ক্রমে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। নৌকার বাহির হইতে ভিতরে কিছু দেখা যায় না।

এদিকে নীলুখুড়ো কাঁপিতে কাঁপিতে নৌকার ভিতরে গিয়া, সন্দেশের চ্যাঙ্গারীর কাছে মাথাটী রাখিয়া সেই চ্যাঙ্গারী-শুদ্ধ চাদর-মুড়ি দিয়া কাঁপিতে থাকিলেন। ক্ষণেক পরে, একটু অন্ধকার হইয়া আসিলে, নীলুখুড়ো যাহা করিলেন তাহা আর বলিতে হইবে না। চ্যাঙ্গারীটী উজাড় করিলেন;—সবই নিজে খাইয়াছেন, কেবল রায় মহাশয়ের জন্য গোটাকতক সরাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র। ফলে—চ্যাঙ্গারীটী একেবারে শূন্য। তাহার পর আবার যে কাঁপুনি সেই কাঁপুনি—চাদর মুড়ি দিয়া সেই দন্তে

দন্তে সংঘর্ষণ এবং সর্ব্ব শরীরে সেই কম্প-সঞ্চালন ;—ঠিক যেন সত্য সত্যই নীলু-খুড়োর কম্পজ্বর আসিতেছে।

বরানগরের ঘাট সন্নিকট হইল। মাঝি নৌকা ভিড়াইল। “মশায়, তবে একবার তামাকটা টেনে নেন” বলিয়া রায় মহাশয় হুঁকাটী বাবুর হাতে দিলেন! বাবুটী তামাক খাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

নীলুখুড়ো ভিতরে কাঁপিতেছেন।

বাবুটী ভিতরে গিয়া চ্যাঙ্গারী তুলিবেন কি, দেখেন যে,—চ্যাঙ্গারীটী একেবারে খালি—সাফ্ নিঃসন্দেশ।

বাবু। অ্যাঁ—সন্দেশ কি হ’ল ?

রায়। সে কি! এ আর কিছু নয়,—ঐ নীলুরই কর্ম্ম। মশায়, হাড় জ্বালাতন কোর্‌লে। দুবছর ধোরে জ্বরেরও কামাই নেই, অত্যাচারেরও কামাই নেই ; পেটে পিলে ধোর্‌ছে না, পূর্ণিমা আমাবশ্যায় জ্বর ফাঁক যায় না ; এদিকে অত্যাচারের একশেষ—যা পাবে তাই খাবে। দেখুন দেখি মশায়,—তোর জ্বর এলো, কেঁপে মোর্‌ছিস ; এখন কি তোর সন্দেশ খাবার সময় ? কচি ছেলেটী নয় যে, মার্‌বো। বাড়ীশুদ্ধ লোক জ্বালাতন হয়ে গেল। বুড়োধাড়ী জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে সন্দেশ খেলি কি বোলে! আর তাই কি দিক্-বিদিক্ জ্ঞান আছে ? ইনি ভদ্রলোক, কোল্‌কাতা থেকে সন্দেশ নিয়ে বাড়ী যাবেন। তুই কি

বোলে তা খেয়ে ফেল্লি ? ছি ছি ছি ছি !—লজ্জায় যে আমাদের মুখ দেখান ভার হ'য়ে উঠ্‌লো !

রায় মহাশয় এক নিশ্বাসে এইরূপ রোষ, আক্ষেপ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা প্রভৃতি বিবিধ রসাত্মিকা ভৎসনা প্রয়োগ করিতে করিতে, অমনি শূন্য টেঁকে হাত দিয়া বাবুটাকে— "মশায়, যা করেছে করেছে, এখন কত দেবো ?" বলেন—আবার নীলুকে বকেন। বকিতে বকিতে আবার সেই শূন্য টেঁকে হাত দিয়া—"মশায়, তা আপনাকে দাম নিতেই হবে। সে কি কথা !"

বাবুটী ভদ্রলোক। চক্ষুলজ্জায় অবশ্য দাম লইবেন কেমন করিয়া ? তিনি—"যাক্ খেয়েছে খেয়েছে, রায় মহাশয়, তবে আসি"—বলিয়া নামিয়া যাবেন, রায় মহাশয় তখনও সেই শূন্য টেঁকে হাত দিয়া—"মহাশয় সে কি কথা ! দামটা নিতেই হবে, কত দেবো বলুন" করিতে থাকিলেন।

ভদ্রলোকটী—"না, তা কি হয় ?"—বলিতে বলিতে নামিয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি ঘাটে সিঁড়িতে উঠিতেছেন, তখনও রায় মহাশয়ের ভৎসনা থামে নাই ;—"হাঁরে নীলু, তুই এমন কোরে কদিন বাঁচ্‌বি—তোর জ্বর ! তুই কিনা সন্দেশ খেলি !—আর খেলি খেলি, আর একজন ভদ্রলোকের

সর্ব্বনাশ কোর্‌লি কেন? তোর জন্মে কোন্ দিন অপমান হবো নাকি?"

এতক্ষণে বাবুটী ঘাটে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আর ভর্ৎসনার প্রয়োজন কি? নৌকা ছাড়িয়া দিল; অমনি রায় মহাশয় অতি মধুরস্বরে অথচ ব্যগ্র-ভাবে নীলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"নীলু, বলি, আমার জন্মে রাখ্‌লি কটা?"

মিছামিছি ডবল্ চাদর মুড়ি দিয়া, নীলুখুড়ো ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া উঠিয়াছেন। রায় মহাশয়ের "রাখ্‌লি কটা" শুনিয়া, তাড়াতাড়ি চাদর খুলিয়া উঠিয়া আসিয়া বাহিরে বসিলেন; এবং গোটাকতক রায় মহাশয়ের হাতে দিলেন। রায় মহাশয় তখন পরম প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাবক্ষে সান্ধ্য জলযোগ সম্পাদন করিয়া তৃপ্ত হইলেন।

একব্যাটা মাঝি আচরণটা দেখিয়া শুনিয়া, বলিয়া উঠিল—"বাবু মশাইরা, কল্লেন কি?" কিন্তু নীলুখুড়োর তাড়ায় চুপ করিল।

নৌকা কোন্নগরাভিমুখে চলিল।

বেগুণ-কাহিনী।

চাষাভূষো লোক কোন বিপদ-আপদে পড়িলে প্রতিবাসী ভদ্রলোকের কাছে আসিয়া সমস্ত জানায়, জিজ্ঞাসা করে। পরামর্শ দিয়া মিটাইয়া দিতে পারিলে ত ভালই; অন্ততঃ সহানুভূতিটা প্রকাশ করিলেও, তাহারা খুসী হইয়া যায়। সহানুভূতি জিনিষটা বড় যা তা নয়। প্রকাশ করিতে জানিলে, শুধু উহাতেই অনেককে শান্ত করা যায়।

ছোটলোকেদের অভ্যাস এই—শুধু ছোট লোকেদেরই বা কেন?—অনেক ভদ্রলোকেদেরও অভ্যাস এইরূপ যে,বক্তব্য বিষয়ের ঠিক সূত্রপাত হইতে আরম্ভ না করিয়া প্রথমে এমন পূর্ব্বকার কথা পাড়িয়া গোড়া পত্তন করে যে, তাহাতেই অনেক শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। বলিবার সময়ে তাহাদের মনে বিশ্বাস যে, তাহারা বিষয়টী আগাগোড়া বিশদ করিয়া বলিতেছে—কিন্তু যে "গোড়া" তাহারা ধরে, তাহা যে "গোড়া" নয়, গোড়ার গোড়া তস্য গোড়া, হয় ত বা আগার সহিত একেবারেই সম্বন্ধ বিরহিত, বলিবার সময়ে ইহা তাহারা বুঝে না। বাস্তবিক এইরূপে অনেক সময়ে আসল কথার অনেক

পূর্ব্বেই শ্রোতার ধৈর্য্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। তখন, কেবলই "তার পর" "তার পর" করিয়া বক্তাকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অনেকেই ইহার ভুক্তভোগী। সুতরাং বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় দুজনে সন্ধ্যার পর বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নীলুখুড়োদের পাড়ার গদাধর নামে একটী কৈবর্ত্ত আসিয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের কাছে বসিল। গদাধর বাজারে বেগুণ বেচিতে গিয়াছিল ; সেখানে কি গোলমাল হইয়াছে। তাই সে সমস্ত বলিয়া কহিয়া একটা মিটামিটির পরামর্শ লইতে আসিয়াছে। গদাধরের অপরাধ এই পর্য্যন্ত।

নীলুখুড়োর বোধ হয় সে দিন অন্য কোন মজা হাতে ছিল না। কি করেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে গদা আসিল। সুতরাং গদাকেই পাইয়া বসিলেন। কথোপ-কথন আরম্ভ হইল ;—

নীলু। কিরে গদাই যে! সব ভাল ত?

গদা। আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভাল ত আছি। আজ এক বিপোদে পড়িছি, ঠাকুর মশাই। তাই সব ভেঙ্গে বোলবো বোলে তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে এনু। আপনারা ভদ্র, শুনে টুনে যাতে মেটে টেটে, তাই বলুন।

নীলু। কি হয়েছে রে? বিপদ হ'লে আমাদের কাছে আস্‌বিনি তো কোথা যাবি? তুই আমাদেরই পাড়ার,—আমাদের জানিত, আমাদের আশ্রিত। আমরা মেটাবো না ত আর কে মেটাবে? বেশ করিছিস এইছিস। কি হয়েছে, বল্‌ দেখি মেটাই।

প্রথম হইতেই ঢালা সহানুভূতি পাইয়া, গদা গলিয়া গেল। আর একটু এগিয়ে বসে, বলিতে আরম্ভ করিল।

গদা। বাবু মশাই, জানেনই ত আমি গরিব মানুষ।

গদার মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই—

নীলু। তুই গরিব মানুষ, তা কি আর আমরা জানিনে?—তুই ত আমাদের দ্যাখ্‌তা। তোর বাপ ত ঐ একখানি কুঁড়ে ঘর রেখে মরে গেল। সে সবই ত আমরা জানি। তোর আর আছে কি?

গদা। আজ্ঞে, তা দুঃখ্‌খু সুখ্‌খু করে দু পয়সা হাতে হ'লে কি করি, বাড়ীর পাশে একটু পড়ো জমি ছ্যাল, তাই কিন্‌নু।

নীলু। জমি কিনে বেশ করিছিস্‌। তুই গরীব মানুষ—নগোদ হাতে রেখে কিছু কোত্তেও পাত্তিস নে—হাতের টাকা খরোচ হয়ে যেতো। জমি স্থাবর সম্পত্তি; নষ্ট হবে না, খোয়া যাবে না, চোরের ভয় নেই, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ—বেশ করিছিস্‌।

গদা। তা, বাবু মশাই, বাড়ীর পাশে জমিটুকু—শুধু ফেলে রাখাত চলে না।

নীলু। হাঁ! তাও কি কখন হয়? জমি কিনে কি ফেলে রাখ্‌তে আছে? বিশেষ আবার তোর বাড়ীর সঙ্গে লাগাও জমি—ঐ স্বমুখের জমিটে ত? জানি সব। তুই বল্‌না।

গদা। আজ্ঞে, তা মনে কোন্নু—জমিটেতে আর কি নাগাই—বেগুণের ক্ষেত করি।

নীলু। বেগুণই ত লাগাবি। গেরস্ত-পোষা তরকারি—ফলেও খুব।

গদা। আজ্ঞে, তা আপনার আশীর্ব্বাদে ফোল্‌লোও খুব।

নীলু। তা ফোল্‌বে না? ও জমিটে কেমন! অনেক দিন ধোরে পোড়ে ছিলো। দেখ্‌ছিস্ কি, এখন ওতে সোণা ফোল্‌বে।

গদা। আজ্ঞে, তা অত বেগুণ ত ঘরে রাখ্‌বার জিনিষ নয়।

নীলু। ঘরে অত বেগুণ রেখে তুই কি কোর্‌বি? তুই আর তোর মাগ বই ত নয়? অত বেগুণ নিয়ে কি হবে?

গদা। আজ্ঞে, তা মনে কোন্নু বাজারে বেচ্‌বো।

নীলু। বেচবিনে ত, তুই গরীব মানুষতুই কি আর

পাড়ার লোককে বেগুণ বিলুতে বোস্‌বি ? ক্ষেত কোল্লি, মেহনৎ কোল্লি, কি, বিলুবার জন্যে ? বেচ্‌বিনে ত কি ? আর আজ কাল আবার পয়সায় দুটো কোরে ! বেচ্‌লে বেশ দুপয়সা কোত্তেও পার্ব্বি। বেচ্‌বিনে ত কি ?

গদা। আজ্ঞে, তা নিজেই বেগুণের বাজ্‌রা নিয়ে বাজারে গেনু।

নীলু। নিজে যাবি নেত কি ? তোর আর লোক জনই বা কোথা, আর অপর লোককে বিশ্বাস কি ? নিজের ধোন, নিজে দেখ্‌বি শুন্‌বি, নাড়্‌বি চাড়্‌বি, তবে ত বাড়বে। নিজের ধোন পরের হাতে দিয়ে কি কাজ হয় ?

গদা। বাজারে গিয়ে বাজ্‌রা নাবাবো, তা বাজারের কে এক জমাদার না কি—তারই নোকে নাবাতে দিলে না।

নীলু। তা দেবে কেন ? তুই নতুন লোক, ফস্‌ কোরে, কোন কথাবার্ত্তা, কোন বন্দোবস্ত না হয়ে, নাবাতে দেবে কেন ?

গদা। আজ্ঞে, তাই ত কোল্লে—বলে যে,—আগে ভাড়া চুক্ত করো—তার পর নাবাও।

নীলু। তা বোল্‌বে না ? সে টাকা দিয়ে বাজার জমা নিয়েছে। তোকে কি অম্নি সেখানে বোসে বেচতে দেবে বুঝি ?

গদা। আজ্ঞে, তা আমি শুন্‌বো কেন? .বাজ্‌রা ত নাবানু।

নীলু। তুই তার কথা শুন্‌তে যাবি কেন? নাবাবি বৈকি! তোর বেগুণ—তুই বেচ্‌তে গিছিস—তুই কি অম্নি তার কথা শুনে ফিরে আস্‌বি!

গদা। তার পর শুনুন মশাই। সে কি নাবাতে দেয়? বাজ্‌রা নিয়ে টানাটানি কোত্তে নাগ্‌লো। বলে—আগে পয়সা দাও, তার পর বাজ্‌রা নাবাও।

নীলু। তা সে বোল্‌বে বৈকি। সে তোমাকে তার বাজারে অম্নি বোসে, ফাঁকি দিয়ে বেগুণ বেচে আস্‌তে দেবে বুঝি?

গদা। শুনুন মশাই, শুনে বিচার করুন। বেগুণ হোলো আমার, আমি তাকে মাঙ্গনা পয়সা কেন দেবো? আমি রুকে উঠ্‌নু।

নীলু। তা বটেত! তুই তাকে পয়সা কেন দিবি? তোর ক্ষেৎ, তোর মেহনৎ, তোর বেগুণ—তুই সে ব্যাটাকে পয়সা কেন দিবি?

গদা। হাঁ, বলুন তো মশাই। আমি ক্ষেৎ কোন্নু, আমি মেহনৎ কোন্নু, আর সে আমার কাছে পয়সা চায় কোন্ হিসেবে? তা খুব রুকে উঠ্‌নু—চেঁইচে একেবারে বাজার কেঁপ্‌য়ে তুন্নু।

নীলু। তা এতে আর রুকে উঠ্‌বিনি ? এতে মরা মানুষ রুকে ওঠে। আর আজকাল বাবা রোকারুকিরই কাল পড়েচে, না রুক্‌লে কোন কাজই হয় না। না রুকোচো, কি একেবারে পেয়ে বোস্‌লো ; রুকোচো কি অম্নি জল ! জানিস্ তো, শক্ত মাটিতে বেরালে আঁচ্‌ড়ায় না। এখনকার দিনের গতিকই ঐ।

গদা। তা মশাই, সেও খুব রুকে উঠ্‌লো।

নীলু। কও কথা ! সে রুক্‌বে না ? সে কি কচি ছেলে ? তার বাজারে বোসে তুমি বেগুণ বেচ্‌বে—পয়সার কথা কৈলে রুকে উঠ্‌বে, আর সে বুঝি তোমায় সন্দেশ খাওয়াবে ? তুমি তার বুকে বোসে দাড়ি ওপ্‌ড়াবে আর সে বুঝি চুপ্ কোরে থাক্‌বে ? সে রুক্‌বে বৈ কি যাদু।

গদা। গোলমালে বেস্তর নোক জড়ো হোলো—তার পর জনকতকে মেলে নাথি মেরে বাজ্‌রা ত ফেলে দিলে—তার উপর আমায় ধরে মার্।

নীলু। মার্‌বে না ? তার কোটে চালাকি কোত্তে গিয়েচো, সে অম্নি ছাড়্‌বে কেন, চাঁদ ?

গদা। তা কথা লুকুতে নেই, ব্রাহ্মণ আপনি সত্যিই বোল্‌বো—আমিও ছাড়িনি। হাতে নাটি গাছটা ছ্যালো, সেই নাটিতে দু তিন শালাকে বেশ কোস্‌য়ে দিনু।

নীলু। তা, তুই অমন জোয়ান্! তুই কি পোড়ে মার খাবি নাকি? তোকে মারতে লাগ্‌লো—আর তুই চুপ কোরে থাক্‌বি? মেরেছিস্, বেশ করেছিস্। মারণং সর্ব্বতো জয়ঃ।

গদা। তা দু তিন শালাকে কোস্‌য়েই আর টেঁকা গ্যালো না। বেগুণ টেগুণ ত পোড়ে রৈলো। ভোঁ কোরে পেইলে এনু। দৌড়ে ধরে কোন্ শালা?

নীলু। যা হোক্, পাল্‌য়ে এইছিস্ তাই বেঁচে গিছিস। নৈলে কি আর রক্ষে ছিল? হাড় গুঁড়ো কোরে ছেড়ে দিত। তার পর?

গদা। তার পরে, শুন্‌চি নাকি তারা আবার পুলিশে নালিশ কোরেচে।

নীলু। তাতো বাপু কোরবেই। আজকাল কথায় কথায় পুলিশ—কথায় কথায় নালিশ। তাদের বাজারে গিয়ে তুমি তাদের মেরে এলে, এতেও আর পুলিশ হবে না?

গদা। (এতক্ষণে বেগতিক বুঝিয়া) তা বাবুমশাইরা, আপনাদের কাছে এনু যে শুনে টুনে মিট্‌য়ে টিট্‌য়ে দেবেন। আপনারা যদি এমন বলেন, তবে আর কি কোরবো!

রায় মহাশয়। (আর চুপ কোরে থাকিতে না

পারিয়া) বাপু হে, আগা গোড়া ফি হাত মিট্‌য়ে আস্‌ছে আর তুমি বোল্লে মেটালে না ! দু পক্ষ সমান টান্‌লে, কথায় কথায় ফি হাত মিট্‌য়ে দিলে,—মেটানো আবার কার নাম যাদুমণি ?

অগত্যা গদাধর ক্ষুণ্ণ মনে হতাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিয়া গেল ।

ঘেয়ো পান্তোয়া।

বলিয়াছি ত নীলুখুড়োর রোজ রোজই নবলীলা, নব-রঙ্গ। এক সন্দেশ-মিঠাই খাওয়ার ভঙ্গিমাই বা কত দিন কত রকমের!

নীলুখুড়ো সন্ধ্যার পরে, বাড়ীর বাহিরে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। পাশেই, ঘরের মধ্যে রায় মহাশয় কাগজপত্র লইয়া কাজ কর্ম্ম করিতেছেন।

এমন সময়ে রাস্তায় বাক্স-ওয়ালা হাঁকিয়া উঠিল—"মিঠাই—পান্তোয়া—রসগোল্লা।"

রায় মহাশয় অমনি ভিতর থেকেই ব'লে উঠিলেন—"নীলু ঐ যে পান্তোয়া হেঁকে যাচ্চে—খাবিনে? সেদিন যা বলেছিলুম মনে আছে ত? তুই আগে খা-টা। তার পর আমি ঠিক সময়েই যাব অখন।"

নীলু। তা হান্ কি? ক্ষিদেও পেয়েচে। ওরে বাকস-ওয়ালা, এদিকে আয়।

বাক্স-ওয়ালা আসিয়া বাক্স নামাইয়া বসিল।

নীলু। তোর নাম কিরে?

"আজ্ঞে, আমার নাম হলধর।

নীলু। তোকে ত কৈ আমাদের পাড়ায় কখনো দেখিনি।

"আজ্ঞে, এ পাড়ায় দু চারি দিন বেচে গিইচি।

কোন দিন এ পাড়ায়, কোন দিন ও পাড়ায়, এম্নি কোরে বেড়াই বৈ ত নয়। বেশী ত নয়, কিনে ব্যাচা,—ফুরুলেই ফিরে যাই।

নীলু। তোর এ কেনা জিনিষ ভাল হবে ত? দেখিস ব্যাটা, ভাল হয় ত বল্, খাই।

"আজ্ঞে, টাট্‌কা জিনিষ, দেখে নেওয়া, আপনার কাছে কি মিথ্যে বোল্‌চি? খেলেই টের পাবেন।"

নীলুখুড়ো অগ্রেই পান্তোয়া ধরিলেন। পান্তোয়া বড় বেশী ছিল না। যে গোটাকতক ছিল, হলধর নীলু-খুড়োর হাতে দিল। হাতে লইয়াই নখরাঘাতে একটী পান্তোয়া একটু ছিঁড়িয়া জানালার ভিতর দিয়া যে আলোক আসিতেছিল সেই আলোকে ধরিয়া,—"ওরে, এ যে ঘেয়ো রে! এই দ্যাখ"—বলিয়া হলধরকে দেখাইলেন।

হলধর দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বলিল—"আজ্ঞে ও কিছু নয়, আপ্‌নি খান্। টাট্‌কা জিনিষ, কোনও ভয় নেই। বাক্‌সে লেগে টেগে বোধ করি অমন হোয়ে থাক্‌বে।"

নীলু। দেখিস ব্যাটা, ঘেয়ো পান্তোয়া খেয়ে শেষটা মারা না যাই।

হলধর। আজ্ঞে, ঘেয়ো টেয়ো নয়, টাট্‌কা জিনিষ, খেয়ে দেখুন না।

নীলুখুড়ো তখন কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। কয়টাই বা পান্তোয়া ছিল! দেখিতে দেখিতে টপাটপ হইয়া গেল। তখন মিঠাই—তাহাও অনেকগুলি খাইলেন। শেষে রসগোল্লা ধরিলেন। গোটা কতক রহিল মাত্র; আর সবই উদরস্থ করিয়া রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায় দা, কিছু খাবে না—এ ব্যাটার জিনিষ গুলো ভাল।"

রায়। আমি এই কাজটা সেরেই যাচ্ছি। তুমি ততক্ষণ জল টল খেয়ে টেয়ে, তামাক টামাক খাও টাও।

হলধর দেখিল যে, তাহাকে আজ আর বেশী ঘুরিতে হইল না। এক জায়গায় বসিয়াই কাজ প্রায় সাবাড়। যে কয়টা বাকী রহিয়াছে, তাহাও উঠিবে। সুতরাং সে খুসীতেই বসিয়া রহিল।

নীলুখুড়ো জল খাইলেন, পান খাইলেন। খাইয়া, সেই বেঞ্চতেই বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

হলধর। তবে বাবু মশাই, আর দেরী কোরবেন না। এদিকে আত্তির হোয়ে এলো। অল্পই আছে, এই কয়টা আপনি খেয়ে নিন্—একেবারে হিসেব কোরে নিয়ে, ঘর যাই।

রায় মহাশয়। (ভিতর হইতে) যাচ্ছি রে যাচ্ছি,

দেরী নেই। নীলু তোর খাওয়া টাওয়া হোয়ে টোয়ে গিয়েছে নাকি ?

নীলু। ধর্, কেউ হুঁকোটা ধর্তো। আমার গা কেমন কোচ্ছে !

হলধর নিকটেই ছিল, হুঁকা ধরিল।

নীলুখুড়ো অমনি গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে চক্ষু উল্টাইয়া ঢলিয়া বেঞ্চ হইতে পড়িয়া গেলেন। ছোট বেঞ্চ, আস্তে উল্টিয়া পড়িল। নীলুখুড়ো মাটিতে ঘাসের উপর পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে থাকিলেন।

নীলুখুড়োর গোঁ গোঁ শুনিয়াই, রায় মহাশয়—যেন প্রস্তুত ছিলেন, অমনি তড়াক্ করিয়া বাহিরে আসিয়া —"পান্তোয়া ঘেয়ো একথা ত ও বোলেছিল—কি পান্তোয়া খাওয়ালিরে ব্যাটা—নীলু যে এখন যায় ! ওরে কে আছিস্ রে ?—শীগ্গির একটু জল নিয়ে আয়। নীলুর মুখে দে—আর এই ব্যাটাকে বেঁধে ফ্যাল্। নীলু, নীলু, ও নীলু, নীলু।

নীলু তখন পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছেন এবং পড়িয়া অকাতরে মাঝে মাঝে বড় রকমের ফুৎকার দিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছেন।

হলধর আকাট্! হুকাঁটী হাতে পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া। দেখিয়া শুনিয়া ভীত বিস্মিত স্তম্ভিত হইয়া

এক দৃষ্টে নীলুখুড়োর দিকে চাহিয়া আছে। বোধ হয় মনে মনে বলিতেছে—”এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো। জিনিষ ত টাট্‌কাই ছিল জানি। তবে এমনই বা কেন হ'লো”।

রায়। ওরে কেউ একটু জল দ্যায়না রে। নীলু যে গ্যালো!

ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি নিজেই ঘরের ভিতর হইতে একটু জল আনিতে দৌড়িলেন।

রায় মহাশয়ও ভিতরে গিয়াছেন কি, অমনি হলধরও হুঁকাটী মাটিতেই ফেলিয়া বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বাক্‌স নিয়ে যাওয়া তখন কি তার আর সময় হয়? খুনের দায়! সে এখন কোন রকমে পালাতে পারিলেই বাঁচে। একেবারে বেদম্ ছুট্।

রায় মহাশয় তখনি বাহিরে আসিয়া চীৎকার স্বরে “ওরে ধর্ ধর্—ব্যাটা পালালো রে।”

হলধর আরও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে থাকিল।

হলধর খুনের দায় হইতে বাঁচিল;—নীলুখুড়ো উঠিয়া বসিলেন; রায় মহাশয় বাক্সটী খালি করিতে বসিয়া গেলেন। গোলেমালে পাড়ার জনকতক লোকজনও আসিয়া পড়িল। নীলুখুড়োর কীর্ত্তি জানিয়া অনেকেই ফিরিয়া গেল। দুই চারি জন নীলুখুড়োর “ইয়ার ভাই-পো” রায় মহাশয়ের সঙ্গে বাক্সের কাছে বসিয়া গেল।

শেষে বাক্সটী ঝাড়িয়া গোটাকতক পয়সাও পাওয়া গেল।

এমনও শুনা গিয়াছে যে, হলধর নাকি ধরা পড়ার ভয়ে, তাহার পরদিন মাথা মুড়াইয়া, গোঁপ কামাইয়া, স্থানান্তরে গিয়া, দিন কতকের মত গা-ঢাকা হইয়াছিল। বোধ হয়—বোধ হয় কেন?—নিশ্চয়ই, দিনকতক ধরিয়া হলধরের আহারে সুখ ছিল না, নিদ্রায় শান্তি ছিল না। দিনকতক ধরিয়া হলধর চক্ষে কেবল দেখিয়াছেন, সেই "ঘেয়ো পান্তোয়া";—আর কর্ণে কেবল শুনিয়াছেন, সেই—"গোঁ গোঁ"। দিবানিশি ঐ দুইটি জিনিষ মনো-মধ্যে শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, নিরন্তর তোলাপাড়া করিয়া, দিন কতক হলধর যে বিশেষ বিব্রত হইয়াছিলেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কি বিপদ্‌!

"গোঁদল-পাড়া" যাত্রা।

কোন কাজে নীলুখুড়ো বাহির হইয়াছিলেন; বৈকালে গঙ্গার ধার দিয়া ফিরিতেছেন। দেখিলেন, উত্তর-বাহিনী অনেকগুলি পান্‌সী সযাত্রী যাত্রা করিয়াছে। মাঝীরা তারস্বরে আরও যাত্রীর জন্যআহ্বান করিতেছে।

নীলুখুড়ো মধ্যে মধ্যে কোন্নগরে যাইতেন। সেখানে তাঁহার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল। সেদিন তাঁহার কোন্নগরে যাওয়ার অভিপ্রায় পূর্ব্বে ছিল না—কোন্নগরে যাবেন বলিয়া বাহিরও হয়েন নাই। তবে, উত্তর-বাহিনী পান্‌সীগুলি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কেমন মন হইল যে, একবার কোন্নগরটাই না হয় বেড়াইয়া আসা যাউক। মন যখন হইল, তখন আর বাধা কি? সঙ্গে রাহা-খরচ নাই, একটী পয়সাও নাই;—নাই বা থাকিল! এ সব কারণে অন্যের অনেক কাজ আটক থাকিতে পারে; কিন্তু নীলুখুড়োর থাকিত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বুদ্ধি খরচ করিলে, আর পয়সা খরচ করিতে হয় না। তিনি বলিয়া বেড়াইতেন যে, লোকে যে বুদ্ধি খরচ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, সেই বুদ্ধিটুকু যদি খরচের সময়ে খরচ করে, তাহা হইলে আর খরচের জন্য কষ্ট করিয়া উপার্জ্জনই করিতে

হয় না। এইখানে পাঠক, খরচের খরচটা কিছু বাড়াবাড়ী হইয়া গেল, মাপ করিবেন।

সুতরাং এহেন-মতাবলম্বী নীলুখুড়ো যে কলিকাতা হইতে নৌকায় কোন্নগরে যাওয়ার সামান্য রাহা-খরচ নাই বলিয়া, সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, ইহা হইতেই পারে না। "পান্সী ফরাসডাঙ্গা, ফরাসডাঙ্গা"—নীলুখুড়ো পান্সী ডাকিলেন।

পানসী ভিড়িল। নীলুখুড়ো উঠিলেন।

পান্সী-ভরা লোক। সকলেই ভদ্রলোক, অফিসের বাবু। বাড়ী যাইতেছেন।

নীলুখুড়ো ভিতরে গিয়া জম্‌কাইয়া বসিলেন। চেহারার চটক্‌টা নাকি বেশই ছিল; তাহার উপর আবার ছিলেন সদালাপী, মিষ্টভাষী; সুতরাং দশজনের কাছে বসিলে সম্ভ্রম সম্মান যথেষ্টই পাইতেন। সুন্দর, সুশ্রী, নধর-কান্তি, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ-প্রস্থ-বিশিষ্ট সুপুরুষ; পরিধানে কোঁচান একখানি কালাপেড়ে—কাঁধে কোঁচান একখানি এক-পাট্টা,—খোলা গা, তাহাতে সুচিক্কণ ত্রিদণ্ডী ধপ্‌ধপে পৈতাগাছটী যথার্থই যেন শোভা ধারণ করিয়াছে। লোকে সম্মান সম্ভ্রম না করিবে কেন?

"মহাশয়েরা নামিবেন কোথায়?"—নীলুখুড়ো জিজ্ঞাসা করিলেন।

একজন উত্তর দিলেন—"আমরা সকলেই ফরাস-ড্যাঙ্গায় যাবো—মহাশয়ের যাওয়া হবে কোথা ?"

নীলু। আমিও কাছাকাছি। ফরাসড্যাঙ্গায়ই নামা যাবে।

একজন। মহাশয় ফরাসড্যাঙ্গায় কোথায় যাবেন ?

নীলু। না, আমি নিজ ফরাসডেঙ্গায় যাবো না, আমি যাবো গোঁদলপাড়ায়। ওহে মাঝি, এক ছিলিম তাকাম টামাক্ খাওয়াও না হে, বাপু।

মাঝি তামাক সাজিতেই ছিল। তাগাদায় তাড়াতাড়ি হুঁকাটী অগ্রে নীলুখুড়োর হাতেই সমর্পণ করিল।

"গোঁদল পাড়ার যাত্রী" শুনিলেই কেমন চম্‌কিয়া উঠিতে হয়। বাবুরাও একটু কেমন উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসিলেন——"মহাশয়ের গোঁদল পাড়ায় কি প্রয়োজন ?"

নীলু। না, এমন বিশেষ কিছু নয়। ভাল, না হয় আপনাদেরও একবার জিজ্ঞাসা করি। দেখুন মহাশয়, আজ প্রায় একবৎসর হ'ল আমাকে কুকুরে কাম্‌ড়েছিল। তা এতদিন তত চাড় করিনি। বেশ ছিলাম। সম্প্রতি যেন কেমন কেমন বোধ হোচ্চে। তাই মনে করেছি যে একবার গোঁদল পাড়ার ওষুধটা খেয়ে দ্যাখা

যাক্। বোধ হয় তাতেই ভাল হোয়ে যাবে। কি বলেন?

যিনি নীলুখুড়োর অব্যবহিত পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে যতদূর পারেন সরিয়া বসিয়াছেন। নীলুখুড়ো ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে সকলেরই মুখ কেমন একটা শুষ্ক, আতঙ্কিত ভাব ধারণ করিল। সকলেই অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া সরিয়া সরিয়া এক দিকে জড় হইতে লাগিলেন। নীলুখুড়ো এই সকল যেন দেখিয়াও দেখিতেছেন না—হুঁকাই টানিতেছেন।

একাই তামাকটা নিঃশেষ করা ভাল দেখায় না বলিয়া, নীলুখুড়ো—"মহাশয় ব্রাহ্মণ ত? তামাক খান্" বলিয়া হুঁকাটী বাড়াইলেন।

"না মশাই, আমি তামাক খাই না।"

নীলুখুড়ো অপর একজনকে—"মহাশয় খাবেন কি?" জিজ্ঞাসিলেন।

তিনিও বলিলেন "না"।

নীলু।—কেউই তবে খাবেন না?

তাড়িৎ-ক্রিয়ার ন্যায় সকলেই এক সময়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—"না।"

নীলুখুড়ো দেখিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে।

তখন তিনি মাত্রা বাড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

"অনেকটা পথ হেঁটে আসা গেছে—একবার হাত মুখটো ধোয়া যাক্"—নীলুখুড়ো হুঁকাটি রাখিয়া বাহিরে আসিলেন।

হাত বাড়াইয়া জলে হাত দিবেন কি, বার দুই তিন চম্‌কিয়া উঠিলেন।

বাবুরা ত এই ব্যাপার দেখিয়া মহা প্রমাদ গণিলেন। চম্‌কাইতে চম্‌কাইতে নীলুখুড়ো হস্ত মুখাদি প্রক্ষা-লন করিলেন।

ইহার পর, নীলুখুড়ো যদি বাহিরেই থাকিতেন, তাহা হইলেও বাবুদের মনে কতকটা শান্তি থাকিত। তা নয়, নীলুখুড়ো পুনরায় ভিতরে আসিয়া বসিলেন এবং আচম্বিতে একটী কুক্কুর-ধ্বনি করিলেন।

নীলু। দেখছেন মশাই, জল ছুঁতে গেলে একটু কেমন চম্‌কে চম্‌কে উঠি;—আর মধ্যে মধ্যে কণ্ঠধ্বনি কেমন যেন একটু বিকৃত বোলে বোধ হয়। তাইতেই ত মনে একটু সন্দেহ হয়েচে।

বাবুদের কিন্তু সন্দেহ অনেকক্ষণ ঘুচিয়াছে। শেষে এই কুক্কুর-ধ্বনি তাঁহাদিগকে আর তিষ্ঠিতে দিল না। নিমেষের মধ্যে তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন।

নীলুখুড়ো আর একটী "ভেউ" ছাড়িলেন।

বাহিরে গিয়াও বাবুদের শান্তি কৈ ? কাম্‌ড়াইলেই ডাহা মরিতে হইবে! বিপদ কি সহজ? আসন্ন অপমৃত্যু! বাবুদের অস্থিরতা, ব্যাকুলতার কথা কি আর বলিব ? সঙ্গে সঙ্গে মাঝীদিগের উপর আক্রোশ, তর্জ্জন, গর্জ্জন,— "ওরে ব্যাটারা, নৌকোয় যে সাক্ষাৎ যোম উঠিয়েছিস্। এখন কি হয় বল্ দেখি। উপায় কি হবে ?"

নীলু। (ভিতর হইতে) মহাশয়রা কি, একটু ভয় পেলেন নাকি ? কিছু ভয় নেই ; সে সব কিছু নয়—ভেউ।

বাবুরা। (কোলাহল করিয়া) অরে মাঝী, ঐ দ্যাখ্ তোরাও মোরবি যে রে! যেখানে হোক্ নৌকো ভিড়ে শীগ্‌গির নাব্‌য়ে দে না। নইলে সকলে মিলে মারা পোড়বো নাকি ? না হয়, এক জনের ভাড়াটা আমরা দিয়ে দেবো। যোমকে নাব্‌য়ে দে বাবা। "ভেউ" 'ভেউ' কোচ্চে। এখ্‌খুনি কাম্‌ড়ালে বোলে! ও তেড়ে এলে যে পালাবারও যো নেই! জলে ঝাঁপ দিয়ে মোত্তে হবে যেরে! দোহাই মাঝি, তোমার পায়ে পড়ি, ওকে নাব্‌য়ে দ্যাও। ও কাম্‌ড়ালে আর রক্ষে নেই। মাঝি, মাঝি, তোমার পায়ে পড়ি, তোমার খাই, এ যাত্রা রক্ষে করো।

এ দিকে নৌকা কোন্নগরের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া নীলুখুড়ো আর বাড়াবাড়ি করিলেন না। আর একটু

মাত্রা চড়াইলে যে, জনকতক জলে ঝাঁপ দিত,একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া পড়িত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

নীলু। ভেউ,—বলি ও মাঝী, যখন বাবুরা অত ভয় খাচ্চেন, তখন আর কি করি! না হয়, এইখানেই নেবে যাই। একি কোন্নগর হ্যা ?—ভেউ।

বাবুরা সব জড় সড়, পুঁটলী বাঁধা গোছ হইয়া, উপরে বসিয়া প্রাণটী হাতে করিয়া, চরম কাতরোক্তি ব্যঞ্জক কোলাহল, চীৎকার, গোলমাল করিতেছেন। "যম" নামিতে রাজী শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন কি মধ্যে মধ্যে এক 'ভেউ'তেই বাবুদের হৃৎকম্প হইতেছে। অনেকেই গলৎঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছেন।

ব্যোপার সঙ্গীন দেখিয়া, মাঝীরা নৌকা ভিড়াই-তেছে।

নীলু। মাঝী, বাবা এই অস্থানে আমাকে নাবুয়ে দিলে—আমি কিন্তু ভাড়া দিচ্চি না জেনো,—ভেউ।

বাবুরা। (সকলে এককালে) না মশাই, আপনার ভাড়া লাগ্‌বে না।

কোন্নগরের ঘাটে নৌকা ভিড়িল। বাবুদের "সাক্ষাৎ যোম" নামিয়া গেলেন। বাবুদের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। তখন সেই চূণ-পাঙ্গাস মুখগুলা আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল; সেই শুষ্ক অধরে আবার হাসির রেখা দেখা দিল। তখন

তাঁহারা ক্ষেপা কুকুর এবং তদীয় দংশন জন্য রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, আরোগ্য লাভ, ইত্যাদি বিষয়ে নানাবিধ গল্প করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; এবং অদ্য যে খুব বুদ্ধি করিয়া উহাকে নামাইয়া দিয়া বাঁচিয়া গেলেন, পরস্পরে এই বাহাদুরীই করিতে থাকিলেন।

ব্রাহ্মণের হুঁকাটী একজন গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিল। এটাও খুব বুদ্ধির কাজ বলিতে হইবে !

খেজুর-ছড়ী।

নীলুখুড়ো চিরকাল তামাকটী খাসে রাখিয়াছিলেন। খাস বলিয়া খাস—প্রতিদিন নিজে স্বহস্তে লইয়া আসিয়া রায় মহাশয়ের কাছে রাখিতেন। যাহা আনিতেন, তাহাতে তাঁহার ও রায়মহাশয়ের বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত।

পাড়ায় ঢুকিতেই মোড়ের উপর একখানি মুদির দোকান ছিল। মুদি ভাল তামাকও রাখিত। প্রাতঃকালে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাড়ী যাইবার সময়ে নীলুখুড়ো এই দোকান হইতে তামাকটী লইয়া যাইতেন। বলা বাহুল্য, ইহার দাম লাগিত না। মাখম মুদি প্রবীণ—কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, জানিত—সে নীলুখুড়োকে বিশেষ চিনিত। একে ত বড় ঘরের ছেলে, তাহার উপর আবার ডাংপিটে—না পারে এমন কর্ম্মই নাই; আর তুষ্ট রাখিতে পারিলে খুব সহায়—নীলুখুড়ো সহায় থাকিলে কার সাধ্য যে, মুদির কিছু অপকার করে? এ সবই মাখম বুঝিত। বুঝিত বলিয়াই, সে নীলুখুড়োকে ভয় করিত এবং ভয় করিত বলিয়াই, সম্মানও বিশেষরূপেই করিত। মাখম দাঁড়ি

পাল্লা ধরিয়া ওজনে ব্যস্ত ; নীলুখুড়ো গিয়া উপস্থিত ; হাতের দাঁড়িপাল্লা তখনই রাখিয়া মাখম যোড়করে অবনত শিরে প্রণামটী করিয়া, তবে পুনরায় দাঁড়ি পাল্লা গ্রহণ করিত। পোয়া খানেক মিঠেকড়া তামাকটীও ঐ সম্মানের অংশীভূত। কখনও দ্বিরুক্তি নাই, "না" বলা নাই, দেরা করা নাই, ভেজাল দেওয়া নাই, কম দেওয়া নাই ! বলিহারি, মাখমের নীলুখুড়ো-ভীতিকে ! বেলা ৯টা—দোকানে বড়ই ভিড়। মাখমের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। এমন সময়ে যদি নীলুখুড়োর আওয়াজ পাইল—"মাখম বড় ভিড় যে ?" মাখম অমনি সর্ব্ব কর্ম্ম স্থগিত রাখিয়া—"খুড়োঠাকুর প্রণাম হই, এই যে মেখে দিচ্চি"—এইরূপ অভ্যর্থনায় তুষ্ট করিয়া, নীলুখুড়োর তামাকটা মাখিতে বসিল। মাখিয়া "খুড়োঠাকুরের" হস্তে দিয়া তিনি বিদায় হইলে, তবে খরিদদারের দিকে দৃষ্টি;—ইত্যাকার ব্যাপার। প্রতি-দিন নীলুখুড়ো এইরূপে তামাকটী স্বহস্তে লইয়া যান।

একদিন, মুদি কোথায় কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছে—দোকানে তাহার ভাগিনেয় বসিয়াছে। ছেলেমানুষ, তত অভ্যাস নাই—শীঘ্র শীঘ্র খরিদ্দার বিদায় করিতে পারিতেছে না। দোকানে ভিড় হইয়াছে। বেলাও হইয়াছে। নীলুখুড়ো আসিয়া উপস্থিত।

"নেংটে, মাখম কোথা গ্যালো রে ?" বলিয়া সাড়া দিলেন।

"আজ্ঞে, মামা একটু বরাতে গ্যাছে" বলিয়া, নেংটে পুনরায় বিক্রয়ের কাজে পূর্ব্ববৎ ব্যাপৃত হইল।

খানিক দাঁড়াইয়া নীলুখুড়ো আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাখা হোলো রে ?

নেংটে। কোথায় মাখা হোলো, ঠাকুর ?—ভিড়ের ঠ্যালাটা একবার দ্যাখো না। খদ্দের বিদেয় কোরে, তবে দিচ্চি—সে আবার মাখ্‌তে হবে, তবে ত ?

কাজ করিতে করিতেই নেংটে ঐ কথাগুলি বলিল এবং তাহার পর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বিড় বিড় করিয়া আরও কি বলিল ;—বোধ হয় বলিতেছিল যে, "মাঙ্গনির আবার তাগাদা দ্যাখো না ! খোদ্দের দাঁড়য়ে থাকুক, আর আমি মাঙ্‌নি তামাক মাখ্‌তে বোস্‌ি ! মামার যেমন কাণ্ড" ! ইত্যাদি।

নীলুখুড়ো গতিক দেখিয়া আর দাঁড়াইলেন না। রাগভরে চলিয়া গেলেন।

নেংটে ছোকরা নীলুখুড়োর উপর চটা ছিল। রোজ রোজ দেখে, অমনি তামাক নিয়ে যায়। অল্পবয়স—গরম মেজাজ—এসব মর্ম্ম ত বুঝে না ! চটিবারই কথা। একে চটা, তার উপর আবার ভিড়ের সময়ে—"ওরে,

মাখা হোলো রে” বলিয়া উঠিলে আর কি সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে? তখন সে তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত মনোভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিল। নীলুখুড়ো কিরূপ পদার্থ এবং তাঁহার রাগই বা কিরূপ পদার্থ, এ সব ফলাফলের বোধ থাকিলে কি আর নেংটে আজ এমন সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিত?—এ কাল-সর্পের লেজে পা দিত? অল্প বয়সের দোষই এই।

নীলুখুড়োর শুধু হাতে চলিয়া যাওয়াটা একটা বিষম ঘটনা বলিয়া বোধ থাকিলে, সে অন্তত তাহার মামা আসিলে এ সব কথা বলিত। সে এতদূর মনেই করে নাই। সুতরাং মাখম এ বিষয়ের বাষ্পও জানে না।

নীলুখুড়ো যাইবার সময়ে তাঁহাদের পাড়ার মেথরকে বলিয়া রাখিয়া গেলেন, সে যেন এক হাঁড়ি “মাল” অতি সাবধানে সংগোপনে রাখিয়া দেয় এবং রাত্রে চুপি চুপি তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির থাকে।

নীলুখুড়োর হুকুম অমান্য করে, কার সাধ্য? তা ছাড়া ভদ্রলোকের বদ্‌মায়েসীতে সহায়তা করিতে ছোট লোকে পশ্চাৎপদ প্রায়ই হয় না, বরং অগ্রসরই হইয়া থাকে।

আহারান্তে, বৈকালে নীলুখুড়ো স্বহস্তে একগাছি “খেজুর ছড়ী” তৈয়ার করিয়া রাখিলেন।

মেথর রাত্রি এগারটার পর, সংগোপনে কথিত দ্রব্য আনিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল এবং "খুড়ো ঠাকুর"-কে সংবাদ দিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রাত্রি বারটার পর, "খেজুর ছড়ী"—হাতে নীলুখুড়ো বাহির হইলেন। মেথরের হাতে "ছড়ী" গাছটী দিলেন। সে মাথায় "মাল" আর হাতে সেই "খেজুর ছড়ী" লইয়া, নীলুখুড়োর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একে শীতকাল, তায় নিশীথ। সমস্ত সহর নিস্তব্ধ —পথে জনপ্রাণী নাই। এখন যেমন কলিকাতায় অন্ধকার তিষ্টিতে পারে না—অলি গলি খুঁজিয়াও কোথাও অন্ধকারের দেখা পাওয়া যায় না—সেকালে তেমন ছিল না। দুই জনে নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলেন।

মুদির দোকান ঝাঁপ-বন্ধ। নীলুখুড়ো ঝাঁপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া দিয়া, একটু দূরে গিয়া নাকে কাপড় দিয়া দাঁড়াইলেন; আর মলাধিকারী সেই খেজুর-ছড়ি গাছটী দিয়া ঝাঁপ গুলির অষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে মল-প্রলেপ দিতে থাকিল। কার্য্য সমাধা হইলে তাহাকে বিদায় দিয়া, নীলুখুড়ো বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

দোকান-ঘরের ভিতর মুদি প্রভৃতি চারি পাঁচ জন

লোক শুইয়া আছে। শীতকালের রাত্রি! চারিদিকে বন্ধ; সুতরাং ঘর একেবারে গন্ধে ভরিয়া উঠিল। এত গন্ধে ঘুম হবে কেন? খুস্ খাস্ আরম্ভ হইল; পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিছানায় মলত্যাগের দোষারোপ করিতে থাকিল। শীতকাল, তায় শেষ রাত্রি, তার উপর আবার অন্ধকার—এ ত্র্যহস্পর্শে কেউ কি আর শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে? সকলেই একে একে বারে বারে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া, দীর্ঘচ্ছন্দে থুথুটী ফেলিয়া, আবার লেপ মুড়ি দিতে থাকিল। সকলেই একবাক্যে অস্বীকার দেখিয়া, মুদি আর এক "থিওরী" ঝাড়িল;—মুদি বলিল—"তোরা কেউ নিশ্চিতই বাইরে উঠে কিছু মাড়িয়ে এসে থাক্‌বি।" সে রাত্রে কেহই উঠে নাই। সুতরাং এ "থিওরী"ও ব্যর্থ হইল।

এইরূপে সকলে কেবল থুথু ফেলিয়া এবং বৃথা বকা-বকি করিয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিল।

অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ভোর হইতে না হইতেই সকলে গাত্রোত্থান করিল এবং সাতিশয় আগ্রহ সহকারে পরস্পর পরস্পরের শয্যা পরিধেয় বস্ত্র ও পদতল পরীক্ষা করিয়া, দেখিল যে, সকলেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—কাহারও তিলমাত্র দোষ দৃষ্ট হইল না।

তখনও খুব গন্ধ ছাড়িতেছে। সকলেই তখন অবাক্

হইয়া মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে থাকিল। ফরসা হইলে মুদি ঝাঁপ খুলিতে গিয়া দেখিল—সর্ব্বনাশ!—ঝাঁপময়—ঝাঁপের ফাঁকে ফাঁকে, স্তরে স্তরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে মনুষ্য-বিষ্ঠা প্রলেপিত রহিয়াছে! ভৌতিক লীলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? দেখিতে দেখিতে সেই মোড়ের মাথায় মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। লোক জমিয়া গেল। সকলেই নাকে কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া "ভুত" দেখিতে থাকিল।

মুদি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কেহ বলে,—ঝাঁপ ত বদ্‌লাইতে হইবেই, বেড়া, চাল,সবই বদ্‌লাইতে হইবে। কেহ বলে—তাতেই কি কেউ ও জিনিষ পত্র কিন্‌বে বুঝি? চাল, ডাল, লবণ, তেল, মসলা, তামাক, চিনি, সবই নষ্ট;—ফেলিয়া দিয়া নূতন না আনিলে কেহই লইবে না। এই সব শুনিতে শুনিতে মুদি দিশাহারা হইয়া উঠিল।

ঝাঁপ কয়খানি ত তখনি কাটা হইয়া গেল। দোকান পাট বন্ধ; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মুদি ভাবিতে লাগিল।

"ভুত" বলিয়া মুদির কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস হয় নাই। কেমন একটা "কে করিল—কে করিল"—ভাব তাহার মনে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে কি উদয় হইল,—সে নেংটেকে জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁরে নেংটে, কাল খুড়োঠাকুর তামাক নিতে এসেছিল?"

নেংটে। হ্যাঁ, এইছিল, তখন বড় ভিড়—একটু সবুর কোর্ত্তে বল্লুম, তার পর দেখি না—নেই।

মুদি তাদের কাছে আর কিছু বলিল না। একটু পরে একাকী একেবারে নীলুখুড়োর কাছে গিয়া উপস্থিত;—চক্ষু ছল ছল; খুড়োঠাকুরের পা জড়াইয়া মুদি সজল নয়নে গদ গদ স্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিল—"খুড়োঠাকুর, ছেলে মানষের কথায় রাগ কোরে আমার সর্ব্বনাশ কোরেচেন। আমি যে একেবারে মারা গেলুম।

হঠাৎ মুদি গিয়া তাঁহাকে ঠিক ধরাতে, নীলুখুড়ো মনে মনে মুদির ডিটেক্টিব-বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং মুদির প্রতি পরম কৃপা পরবশ হইয়া "ভয় নাই" বলিয়া মুদিকে আশ্বস্ত করিলেন।

কথিত আছে, নীলুখুড়ো পাড়ায় স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া চাঁদা তুলিয়া মুদিকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সাহায্য করুন আর নাই করুন, আর কখনও যে মুদির উপর দৌরাত্ম্য করিবেন না—ইহাই মুদির পক্ষে যথেষ্ট আশ্বাস হইল।

সেই অবধি, বরাদ্দ তামাক আনিবার জন্য নীলু-খুড়োকে আর স্বয়ং যাইতে হইত না। নেংটেকে দিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে মুদির-পো খুড়োঠাকুরের তামাকটি পাঠাইয়া দিত।

"শীতলা"-লীলা।

১—হরণ-প্রকরণ।

নীলুখুড়োর নষ্টামির কথা আর কত বলিব!

নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় দুই জনে মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছেন। এদিকে, ওদিকে নানা দিকে দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতেছেন। দোকান পসারি, জিনিস পত্র, কেনা বেচা—চারি দিকে পয়সার ছড়াছড়ি লাগিয়া গিয়াছে। যে যাহা লইয়া বসিয়াছে, তাহার তাহাতেই অনর্গল পয়সা আসিতেছে। কেহই বসিয়া নাই; বসিয়া থাকা দূরের কথা, কাহারও নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই।

এই ব্যাপার দেখিতে দেখিতে দুই জনে চলিয়াছেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখেন—রাস্তার ধারে সারি সারি ঘর করিয়া ছোট বড় নানাবিধ ঠাকুর। সম্মুখে দুই একজন কৃষ্টবর্ণ কাটখোট্টা গোছের লোক গলায় মালাকারে এক এক গোছা ধপ্ ধপে পৈতা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। ভিতরে ঠাকুর খাড়া; ঠাকুরের সম্মুখে ন্যাকড়া বিছান। এখানে বেশী গোলমাল নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে "মাগো পুত্রের কল্যাণে দর্শোন কোরে যাও" ইত্যা-

কার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে মাত্র। এখানে কেনা বেচা নাই বটে, কিন্তু পয়সা পড়িতেছে খুব। কোন ঠাকুরটীই বসিয়া নাই। সকলেই বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করিতেছেন। সেই বিছান কাপড়ের উপর দুটা চারিটা পয়সা পড়িতেছেই, তার আর কামাই নাই। দর দস্তুর নাই, ভাল মন্দ বাছা বাছি নাই—এ সব কোন গোল-মালই নাই; অথচ পয়সা পড়ারও কামাই নাই। দেখিয়া শুনিয়া নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় ঐ কথাই কহিতে কহিতে যাইতেছেন।

রায়। দ্যাখ্ নীলু—সকলেই খেটে রোজগার কোচ্চে—যারা জিনিষ পত্র বেচ্চে—তাদের ত কথাই নাই; —নেহাৎ বাটপাড় ঐ যে হোঁৎকা হোঁৎকা মিন্‌ষে গুলো, মাগীদের আঁচল ধোরে হাতে পৈতে জোড়্‌য়ে—"ধোনে পুত্রে লক্ষ্মীবান্ হও মা" বলিতে বলিতে মাগী গুলোকে বিব্রত কোরে পয়সা আদায় কোর্‌চে—ওরা যে ওরা—ওরাও খেটে পয়সা পাচ্চে। ওদের খাট্‌নী কি কম্? সেই জগন্নাথের মন্দিরের সিঁড়ি হোতে সুরু কোরেচে, আর পোয়া খানিক পর্য্যন্ত মাগীদের আঁচল ধোরে ছুটেছে—লক্ষবার আশীর্ব্বাদ কোরে মুখে ফেণা বাটি-তেছে—রৌদ্রে মুখ লালবর্ণ—একি সহজ ব্যাপার? কিন্তু মজা কোচ্চে—এরা! এক এক ঠাকুর খাড়া কোরে

বোসে বোসে গাঁজা ফুঁকচে—আর কোৎথেকে ঝমাঝম্ পয়সা পোড়চে!

এইরূপ ভাবের গল্প করিতে করিতে এবং ঐ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে দুই জনে চলিয়াছেন। কথাটা যখন মনোমধ্যে উদিত হইয়াছে, তখন সুতরাং দুই জনের দৃষ্টিও ঐ দিকে। ঐ সব ঠাকুর, কে কেমন রোজগার করিতেছে, ইহাই দুই জনে খুব তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছেন।

যাইতে যাইতে দেখিলেন,—একটী ঠাকুরের সম্মুখে বিষম ভিড়; মেয়ে মানুষের যেন গাঁদি লাগিয়াছে। ভিতরে মন্দিরার সঙ্গতে গানও হইতেছে। সুর ও সঙ্গত শুনিয়াই ইঁহারা বুঝিলেন, ঠাকুরটী কে। তবু পাওনাটা কি রকম, দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রথমে সেই ভিড়ের দিকে অগ্রসর; তার পর "সর্ সর্" করিতে করিতে নিমেষের মধ্যে দুই জনেই ভিড়ের মধ্যসর হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন—"মা-শীতলা" বিরাজমানা। সম্মুখে ন্যাকড়া বিছান আছে বটে; কিন্তু এখন আর ন্যাকড়া বিছান না বলিয়া, কেবল পয়সা বিছান আছে বলিলেই দৃষ্ট ব্যাপারের প্রকৃত বর্ণনা করা হয়। মাগীগুলা ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া সেই ঘেরা বাঁশে মাথা ঠুকিতেছে;

আর যাহার যাহা সম্বৎসরের মানসিক,সে তাহাই ফেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে।

সেকালে মা শীতলার আয়ের কথা শুনিলে, একালের সহুরে লোকেরা হয়ত বিশ্বাসই করিবেন না। এখন শুদ্ধ সহরে কেন, পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত —"ইংরাজী টীকা"রই চলন। ইহাতে সহরে ত "শীতলা" ঠাকুরাণীর পসার একেবারেই মাটী ; পল্লীগ্রামেও বোধ হয় আর সে রকমটী নাই। বাঙ্গলা-টীকার কালে, যা করেন মা-শীতলা। সুতরাং পসারও ছিল খুব। এমন মা ছিল না যে, মা-শীতলার নামে মানসিক তুলিয়া রাখিত না। তবেই দেখ, আয়টা দাঁড়াইল কিরূপ! তা ছাড়া সহজেই বুঝ না কেন, দেবতাদিগের মধ্যে যাঁহার ডাক্তারী প্রতিপত্তি আছে তাঁহার আয়ও বিলক্ষণ। কত স্থলে কত ডাক্তার কবিরাজ হাহাকার করিয়া মরিতেছে,—কিন্তু সন্ধান করিয়া দেখ, ঐ গুণের দেবতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার সেবক সেবিকা বর্গ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতেছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ছোট খাট ডাক্তার-ঠাকুরদেরই এইরূপ ব্যাপার ; বড়দের কথায় আর কাজ কি? দেখ না কেন—বাবা তারকেশ্বর। ইনি হইতেছেন, বাঙ্গালার বড় ডাক্তার —"সার্জ্জন জেনেরেল" বলিলেও চলে। পসারও অসা-

ধারণ। বাড়ী বসিয়া দেখেন, যে যা দেয় তাই লন, তবু আয় কি সাধারণ! এক শিব-রাত্রিতেই ইঁহার শ্রীপাদ-পদ্মে যা ভিজিট্ পড়ে, তোমার বড় বড় ডাক্তারেরা সম্বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়াও তাহা পান কি না, সন্দেহ। ভক্তির মহিমাই এই। ভক্তিতে না হয় কি?

সুতরাং বুঝ না কেন, সেই সেকেলে বাঙ্গলা টীকার আমলে শীতলা ঠাকুরাণীর পয়সা না হইবে কেন? আজকালকার ভঙ্গিতে বুঝাইতে হইলে শীতলা হই-তেছেন—"Specialist in Small Pox and Other Eruptive Fevers"। বসন্ত হউক, পান্-বসন্ত হউক, টীকা হউক, হাম হউক, ভরসা ছিলেন—মা শীতলা। রথ-তলায় মা শীতলার জন্য কত মায়ে ছেলের কপালে পয়সা ঠেকাইয়া সযতনে মানসিক তুলিয়া রাখিয়াছে। আজ তাই শীতলার দ্বারে ভিড় ধরে না; চাদরেও ভিজিট্ ধরিতেছে না। অধিকারী মহাশয়ের মন কিসের দিকে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? তবে, মন্দিরা দিয়া গান করিতে করিতে তিনি মধ্যে মধ্যে সেই গাঁজায়-ভাঙ্গা, রাজখেঁয়ে গলায়—"মা ঠাক্‌রুণরো—যার যা মানসিক, মনে কোরে দিয়ে যাও। ছেলে পিলে নিয়ে ঘর কোত্তে হবে, দেখো যেন ভুল হয় না"—এইরূপ শাসাইতেছেন, ইহাতেই যা একটু সন্দেহ হয়।

নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় দেখিয়া শুনিয়া ভিড় ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিলেন। এদিক, ওদিক, কত দিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু দুজনেরই মনে মনে ঐ শীতলার কথা তোলাপাড়া হইতে থাকিল।

সন্ধ্যা হয় হয়। দুই জনে সন্ধ্যার গাড়ীতে ফিরিবেন, এই স্থির ছিল। ফিরিয়াও যাইতেছেন। যাইতে যাইতে পুনরায় সেই শীতলার ঘর নজরে পড়িতেই, নীলু-খুড়োর মস্তিষ্কের ভিতরে হঠাৎ কেমন একটা বদ্‌মায়েশী বুদ্ধি বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ন্যায় ঝট্ করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসিলেন—"ব্যাটার শীতলাটা গ্যাঁড়া দিলে হয় না?"

শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে না করিতে যেরূপ ধরিয়া উঠে, রায় মহাশয়ের কাছে এরূপ প্রস্তাবও সেইরূপ করিতে না করিতেই, ধরিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন; বলিয়া উঠিলেন—"বেশ ঠাউরেছিস্ রে—তা হ'লে বড় মজাটাই হয়! ব্যাটা কাল সকালে শীতলা না পেয়ে, × × চাপ্‌ড়ে ম্যোর্‌বে।

নীলু! তা হ'লে কিন্তু সন্ধ্যার এ গাড়ীতে আর যাওয়া হয় না।

রায়। নাই বা হ'লো। রাত্রে আরও ত গাড়ী যাবে। তাতেই ফেরা যাবে।

অতএব শীতলাটী চুরি করাই সুসাব্যস্ত হইয়া গেল।

একটী দোকানে বসিয়া দুই জনে জলযোগ করিলেন। পরে পান, অম্বুরী তামাক, হুঁকো ও কোল্‌কের যোগাড়ও করিলেন এবং এই সব সরঞ্জাম লইয়া দুজনে ধীরে ধীরে সেই শীতলার ঘরের সম্মুখে গিয়া নিরীহ পথিকের ন্যায় বসিলেন।

ঐ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতে ইহাঁদের পয়সা খরচ হইয়াছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না; তবে সিঁদ কাটিটীও চুরি করা, চোরের পক্ষে এ অপবাদের কথা নাকি কখনও শুনা যায় নাই, এই যা ভরসা। নতুবা, দুজনে যেরূপ মণিকাঞ্চন যোগ, তাহাতে সকলই সম্ভব।

একটু রাত্রি হইয়াছে। শীতলার মানসিক গুলি সব এখন অধিকারীর বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। খালি চাদর বিছান্ রহিয়াছে। একটা প্রদীপও না জ্বলিতেছে এমন নয়। "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—যতক্ষণ অধিকারী রন্ধনাদি করিবেন, আহারাদি করিবেন, তামাক টামাক খাইবেন, বিছানা টিছানা করিবেন, ততক্ষণ পাছে কেহ শীতলার মানসিক দিতে আসিয়া ফিরিয়া যায়, শুদ্ধ জন সাধারণের পক্ষে এই অনিষ্টের আশঙ্কাতেই

অধিকারী মহাশয় সন্ধ্যার পরে শীতলার সম্মুখে একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

অধিকারী মহাশয় বাহিরে বসিয়া রন্ধন করিতেছেন। নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় তাঁহারই নিকটে গিয়া বসিয়াছেন।

নীলুখুড়ো একটু সেই অম্বুরী তামাক সাজিয়া অধিকারী মহাশয়ের কাছে আগুণ চাহিতে গেলেন; এবং এই সুযোগে যথা সম্ভব তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। তৎপরে আগুণ লইয়া, ফুঁ দিয়া, অগ্রেই অধিকারী মহাশয়কে প্রদান এবং সাগ্রহে সেবন করিতে অনুরোধ।

অধিকারী। মশাই অগ্রে সেবন করুন, সে কি কথা!

নীলু। ওঃ তা কি হয়? মশাই হ'লেন, মা-র অধিকারী, আপনাকে না খাইয়ে কি আমরা খেতে পারি? তাও কি হয়!

এই বলিয়া, নীলুখুড়ো অধিকারীর হস্তে সেই তৈয়ারী কোল্‌কেটী প্রদান করিয়া, স্ফুটস্বরে শীতলার উদ্দেশে একটী প্রণাম ঝাড়িলেন।

ইত্যবসরে রায় মহাশয়ও হুঁকাটী লইয়া ইহাঁদের

কাছ ঘেঁসিয়া বসিলেন। পরস্পর আলাপ হইতে থাকিল।

সজ্জিত অম্বুরী-তামাক সেবন করিতে পাইয়াই ত অধিকারী মহাশয় বার-আনা রকম অধিকৃত হইয়াছেন; যে চারি আনা বাকী ছিল, মিষ্টালাপে ও শীতলার উদ্দেশে প্রণামে, তাহাও অধিকৃত হইল। সুতরাং অধিকারী এখন ষোল-আনা রকম জখম হইয়াছেন বলিলেও চলে। তখন,

অধিকারী। মশাইদের রাত্রে এখানে থাকা হবে ত?

নীলু। হাঁ, থাকা বোল্লেও হয়, পড়ে থাকা বোল্লেও হয়। এই বাইরে, যেখানে হোক্ পড়ে থাকা যাবে।

রায়। নীলু, তখনি ত বোল্লুম যে সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী যাওয়া যাক্। ঐ দ্যাখ্, আবার মেঘ উঠ্ছে। রাত্রে এই ফাঁকা যায়গায় ডাহা ভিজে মোর্ত্তে হবে দেখ্ছি। দর্শন টর্শন যা বাকী আছে, তা আর এক দিন এসে কোল্লেই ত হ'তো।

অধিকারী। তা মশাই, যদি আপনাদের থাকা হয়, তবে বাইরে ভিজ্বেন কেন? না হয়, আমার এখানে ভিতরেই শোবেন। আপনারা দুজন ত? তা জায়গা হবে।

অধিকারী মহাশয়ের এক পাকে রন্ধন। কথাবার্ত্তা

কহিতে কহিতেই হইয়া গেল। বৃষ্টির ভয়ে, তিনি তাড়াতাড়ি খাইয়া লইলেন।

তখন তিন জনে সেই শীতলার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারী মহাশয় সেই দিনই একখানি নূতন মাদুর কিনিয়াছেন। কি করেন—তাহাই অভ্যাগত-দিগের জন্য পাতিয়া দিয়া—খানিক ক্ষণ বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া, পরে শয্যাপাত করিলেন। তৎপরে প্রদীপটী নিবাইয়া দিয়া, বাক্সটী শিয়রে করিয়া, নিজে শয়ন করিলেন। সমস্ত দিন শীতলার ওকালতী করিয়া করিয়া অধিকারী ক্লান্ত। সুতরাং যেই শয়ন, অমনি নিদ্রা। এদিকে রায় মহাশয় ও নীলুখুড়ো বসিয়া বসিয়া কেবল "ঢাল্ তামাক, আর সাজ্ তামাক" করিতে থাকিলেন।

গভীর নিশীথ। গভীর নাসিকা-গর্জ্জনে অধিকারীর গভীর নিদ্রা সূচনা করিতে থাকিল।

আর কোন্ সময়? নীলুখুড়ো তখন নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে উঠিয়া গিয়া "শীতলা"টী হস্তগত করিলেন; পরে রায় মহাশয়ের পরামর্শে চাদরে মুড়িয়া সেই চাদর কোমরে জড়াইলেন। চাদরাবদ্ধা শীতলা নীলুখুড়োর কোমরের পশ্চাদ্দেশে নিঃশব্দে লুক্কায়িতা রহিলেন।

তখন আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া লইয়া, তামাক খাইতে খাইতে দুইজনে বহির্গত হইয়া সটান ষ্টেসনাভিমুখে চম্পট; এবং শেষ রাত্রের "স্পেশিয়ালে" একেবারে কলিকাতায় উপস্থিত। আর কে পায়?

অধিকারী মহাশয় প্রাতে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার শীতলার সিংহাসন শূন্য—দেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

অধিকারী মহাশয়ের উদরান্নের একমাত্র সংগ্রহকর্ত্রী, সংসার-যাত্রার একমাত্র পালা, জীবন-পথের একমাত্র সম্বল, ব্যবসায়ের একমাত্র "ক্যাপিট্যাল",—সেই "শীতলা" আজ অধিকারীর অধিকারচ্যুত হইয়া, অধিকারীকে অকুল পাঁথারে ভাসাইয়া কোথা গেলেন!

অধিকারী ত খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ, নিঃশ্বাস রহিত, ব্যাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সেই শূন্য শীতলাহীন সিংহাসনের দিকে প্রায়-সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে এক সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত একটু সজ্ঞান হইয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে, যে দুই জন ভদ্রলোক গত রাত্রিতে তাঁহাকে ছিলিম কতক অম্বুরী তামাক খাওয়াইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহারাই বা কোথা? হরি! হরি! তাহারাই বা শীতলা চুরি করিয়া পলাইয়াছে! তাই বটে। অচিরে অধিকারী মহাশয় এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ

সেই দুই জনের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রাতঃক্রিয়াটী পর্য্যন্ত হইল না ; হইবে কি ! গেলেও হইত না। এ দুর্ভাবনায় প্রাতঃক্রিয়া মস্তিষ্কে উঠিয়াছে।

এদিক, ওদিক—নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—ব্যাকুল নেত্রে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে গোরু-খোঁজা গোছ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না। অগত্যা তখন বিষণ্ণ বদনে, অবসন্ন হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং বৃথা আর বিদেশে বসিয়া থাকা নিতান্ত নিস্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, এ যাত্রার মত রথযাত্রা সাঙ্গ করিয়া বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিতে থাকিলেন।

শীতলা-চুরির কথা শুনিয়া যত ঠাকুর-ওয়ালা সব "সশঙ্কিত" হইয়া উঠিল। সেই রাত্রি হইতে কোন ঠাকুর-ওয়ালাই আর ভাল করিয়া ঘুমাইল না—সকলেই সারা রাত্রি সজাগ, সাবধান, সতর্ক।

এদিকের ব্যাপার এই পর্য্যন্ত।

এখন অনেক পাঠকের বোধ হয় কৌতুহল জন্মিয়া থাকিবে যে, নীলুখুড়ো শীতলা লইয়া গিয়া তারপর কি করিলেন ? অনেক শ্রোতাই গল্পগুচ্ছের একটী পরিত্যক্ত 'খেই' অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন ; পরে যেই গল্পটী

শেষ হইল, অমনি সেই 'খেই' ধরিয়া সোৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিয়া বসেন। যেন সেই ছাড়্-টুকু না শুনিলে, তাঁহার দুর্ভাবনা কোনমতে দূর হইতেছে না—হয় ত সুনিদ্রার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, ভাবটা এইরূপ। "বাকী আধখানা কাঁকুড় কি হ'লো ?" এ দুর্ভাবনার প্রশ্ন চির-প্রসিদ্ধ—অনেকেই জানেন।* গল্প করিতে বসিলে যখন ভুক্তাবশিষ্ট আধখানি কাঁকু-

* যদি কেহ না জানেন, ত শুনুন।

একজন একটী গল্প করিতেছিলেন। সেই গল্পের মধ্যে এক জায়গায় তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল,—"তখন সেই মাঠে দুপর রৌদ্রে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি। কি করি, কোথায় যাই, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া, ক্রমাগতই চলিতেছি। যাইতে যাইতে কিছু দূরে গিয়া দেখিলাম যে অদূরে এক কাঁকুড়ের ক্ষেত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার সময় কাঁকুড়ের ক্ষেত দেখিয়া দেহে বল-সঞ্চার হইল। সবেগে সেই ক্ষেতের দিকে গেলাম ও একটী কাঁকুড় লইয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া, বলিব কি মহাশয়, একদমে আধখানা কাঁকুড় খাইয়া তখন ক্ষুধা গেল, তৃষ্ণা গেল,—বাঁচিলাম। তখন আবার সতেজে চলিতে থাকিলাম; তারপর ইত্যাদি।"

এই "কাঁকুড়-খাওয়া" ব্যাপারটী গল্পের প্রায় আরম্ভে বলিলেই হয়। তার পর, কত কথা, কত কাণ্ড হইয়া, অনেক ক্ষণের

ড়ের কৈফিয়ৎ টুকু না দিয়া নিস্তার পাইবার যো নাই, তখন আমার নীলুখুড়ো শীতলাটী লইয়া "তার পর" কি করিলেন, এ সমাচার সবিস্তার প্রচার না করিয়াই বা আমি পার পাইবার আশা করি, কেমন করিয়া? যখন গল্প করিতে বসিয়াছি, তখন "খেই" মিটাইতে আমি বাধ্য।

অতএব, নীলুখুড়ো সেই শীতলাটী লইয়া কি করিলেন; তবে শ্রবণ করুন।

২। প্রতিষ্ঠা প্রকরণ।

রায় মহাশয় ও নীলুখুড়ো খুব ভোরে ভোরেই বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়াই, প্রথমে নীলুখুড়ো কোমরের সেই জড়ান চাদরখানি খুলিয়া শীতলাটী বাহির করিলেন এবং অতি সাবধানে একস্থানে লুকাইয়া রখিলেন।

সন্ধ্যার পর, রায় মহাশয় ও নীলুখুড়ো নির্জ্জনে সংগোপনে বসিয়া এক পরামর্শ আঁটিলেন। নীলুখুড়োর

পর যখন গল্পটী শেষ হইয়াছে মাত্র—যেই ফুরাইয়াছে, অমনি তদ্দণ্ডেই শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন সবিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে, প্রশ্ন করিলেন;—"মশাই, সেই বাকী আধ-খানা কাঁকুড় কি হ'লো?"

বাকী আধ খানা কাঁকুড় যে কি হইল, শ্রোতাটী এই মহা-দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন।

যেন কাঁচা বয়স,রক্ত গরম; রায় মহাশয়ের ত আর সেরূপ নহে। সুতরাং শীতলা চুরির পর হইতেই রায় মহাশয়ের মনে একটা বিষম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। সমস্ত দিনই তাঁহার মনোমধ্যে কেমন একটা খুঁৎমুতুনি নিরন্তর তোলাপাড়া করিয়াছে। "তাই ত কাজটা কি ভাল হ'ল? হাজার হোক, দেবতা ত বটে। শেষটা কোপে পড়িয়া কি এই বয়েসে বসন্ত হ'য়ে মারা যাবো? উঁহুঁ—তখন নীলুকে বারণ কোল্লুম না! কাজটা ভাল হয়নি।" সমস্ত দিনই রায় মহাশয়ের মনে ঐরূপ ভাবের একটা চিন্তার স্রোত চলিয়াছে। সন্ধ্যর পর এখন নির্জ্জনে বসিয়া, সেই স্রোতের টানে রায় মহাশয় নীলুখুড়োকে বলিলেন,—

"নীলু, কাজটা কিন্তু ভাল হ'ল না। দেবতার সঙ্গে ত চালাকি ভাল নয়। একে ত চুরি করা গেল। তার উপর আবার, কোথায় গুঁজ্ড়ে রেখে দিলি! না হবে পূজো, না হবে সেবা!

নীলু। তা, বলো ত পিতিষ্ঠে কোরে ফ্যালা যাক্।

রায়। তাই ভাল। কিন্তু, সোজাসুজি এম্‌নি পিতিষ্ঠে কোত্তে গেলে ত চোল্‌বে না—লোকে বোল্‌বেই বোলবে যে, এ ব্যাটারা কোৎথেকে এক শীতলা চুরি ক'রে এনে চালাকি কোচ্চে। তাতে ফল হবে না,

কেবল লোক হাসা-হাসি হবে মাত্র। আমি বলি কি, আজ এই রাত্রেই চল, দুজনে চুপি চুপি ঐ অশথ-তলায় শীতলাটীকে গেড়ে আসিগে। তার পর কিছু দিন যাক্, উপর ঘাস টাস্ গজাক, মাটীটেও বেশ বোসে যাক্, টাট্‌কা পোঁতা কেউ না বুঝ্‌তে পারে। কিছুদিন বাদে, একজন একটু অজ্ঞান হোয়ে হৈ চৈ কোরে ঠাকুরটোকে জাগ্রত ক'রে তোলা যাবে।

পরামর্শ স্থির হ'য়ে গেল। রাত্রি একটু অধিক হইলে, একজন লইলেন এক সাবল্, আর একজন লইলেন সেই শীতলা। অদূরে অশ্বত্থ তলায় গিয়া, গভীর করিয়া মাটি খুড়িয়া শীতলার গোর দিলেন। তারপর বেশ করিয়া মাটি চাপা দিয়া, উপরে ঘাস লতা পাতা চাপাইয়া, "বেমালুম" করিয়া রাখিয়া আসিলেন। হায় মা শীতলে! বেলেল্লা দুইটার হাতে পড়িয়া তোমায় কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইতেছে!

কাঁচা বদ্‌মায়েস হইলে, এই সব উদ্যোগের পর বেশী দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের নায়ক ও উপনায়ক, দুই জনেই পাকা—একে-বারে হাড়-পাকা। সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়াই আছেন। এক মাস, দুই মাস করিয়া কয়মাস কাটিয়া গেল; কোন সুযোগই নাই। ক্রমে শীতের সঙ্গে

সঙ্গে বসন্ত দেখা দিতে আরম্ভ করিল; এবং বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের পরিবর্ত্তে টীকাদার আচার্য্যগণ আসিয়া জুটিলেন; শীতলা পূজার "ধূম" পড়িয়া গেল।

নীলুখুড়োর মাতাঠাকুরাণী শীতলার পূজা পাঠাবেন। নৈবিদ্যাদি সব প্রস্তুত। কেবল চাকরটী নূতন, হয়ত চিনিবে না, কোথায় ঘুরিয়া বেড়াবে, এই আশঙ্কায় পাঠাইতে পারিতেছেন না। এমন সময় নীলুখুড়ো স্নান করিয়া আসিয়া উপস্থিত। নীলুখুড়োকে দেখিয়াই, তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণী—"বাবা নীলু, এই ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শেতলার পূজোটা দিয়ে এসো, তুমি এলে তবে আমি জল খাবো-ছোঁড়াটা আবার চেনে না, তাইতে এতক্ষণ পাঠাতে পারিনি।"—এই বলিয়া পূজা পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া। নীলুখুড়ো চাকরের হাতে নৈবিদ্য খানি দিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বাড়ীর বাহির হইবার সময়, রায় মহাশয় দপ্তরখানা হইতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"নীলু, নৈবিদ্দি নিয়ে কোথা?"

নীলু। শেতলার পূজো দিতে।

বলিয়া, রায় মহাশয়ের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। রায় মহাশয়ও দপ্তর গুছাইয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়াই সেই অশ্বত্থ-তলা। চাকর নৈবিদ্য হাতে চলিয়াছে; নীলুখুড়োও ঠিক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। ক্রমে অশ্বত্থ-তলা দিয়া যাই-তেছেন—(আর কোথা যাবি!) অমনি নীলুখুড়ো একটা বিকট ভৈরব চীৎকার করিয়া, ছোঁড়ার পিঠে এক ধাক্কা দিয়া, নিজে মাটিতে পড়িয়াই, একেবারে লম্বমান। ছোঁড়া ধাক্কা না খাইলেও, সেই ভৈরব চীৎকারেই পড়িত—অন্তত তাহার হাত থেকে নৈবিদ্যের থালখানি আপনা-আপনিই স্খলিত হইত, সন্দেহ নাই। চীৎ-কারের উপর আবার ধাক্কা! নৈবিদ্যের থালের সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াও পড়িয়া গেল। ছোঁড়া আবার তৎ-ক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল বটে—কিন্তু সে পুত্তলিকা প্রায়। দেখিয়া শুনিয়া সে ভীত, স্তম্ভিত, একেবারে "আকাট্" মারিয়া গিয়াছে। তার মুখে কথাটী নাই—বোধ হয় সে মনে মনে করিতেছে যে, ছোট বাবুর বোধ হয় "মৃগী" রোগ আছে।

নীলুখুড়ো পড়িয়া পড়িয়া করযোড়ে কেবল মা, মা, করিয়া চীৎকার করিতেছেন। চেঁচাইতে চেঁচাইতে মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুটি মুদ্রিত।

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। বিকট গর্জ্জনে পাড়াখানি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল—সকলেই দৌড়ে

এল। রায় মহাশয় কাণ পাতিয়াই ছিলেন। শব্দ শুনিবা মাত্র, অকুস্থলে দৌড়ে এলেন।

রায়। জল, জল, জল নিয়ে এস।

একজন জল আনিল। রায় মহাশয় নীলুখুড়োর মুখে জলের ছিটে দিতে দিতে—"পাখা, পাখা" করিয়া উঠিলেন।

অমনি কে একজন পাখা আনিয়া বাতাস করিতে থাকিল।

একজন প্রবীণ বলিয়া উঠিলেন,—"নীলুর অবশ্যই কোন মূর্চ্ছাবাই ব্যারাম আছে,"—

অমনি আর একজন জবাব দিলেন যে, তাহা নয়, তাহা হইলে হাতযোড় কোরে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে কেন?

একজন প্রবীণ বলিলেন যে,—তিনি অনেক দিন হইতে সবিশেষ অবগত আছেন যে এই অশ্বত্থ বৃক্ষটীতে একটী সুপরিচিত ভূত আছে। মধ্যে মধ্যে অনেকেই সন্ধ্যার পর এখানে বিব্রত হইয়া প্রাণ হারাইবার যো হয়, এমন কথাও তিনি জোর করিয়া বলিতে থাকিলেন।

যাহা হউক ইতিমধ্যে সেই ভিড়ের মধ্যে, সেই সময়েই উপরি উক্ত দুইটী থিয়োরী লইয়া, জন কতকে বিষম বাদ-প্রতিবাদ চলিতে থাকিল।

এদিকে রায় মহাশয় ও জনকতক মিলিয়া খানিক সেবা শুশ্রূষা করিলে পর, নীলুখুড়ো চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। তখন চারিদিকে হইতে "ব্যাপার খানা কি, জিজ্ঞাসা করো" বলিতে বলিতে সেই বিচ্ছিন্ন লোকারণ্য ঘনীভূত হইয়া আসিয়া নীলুখুড়োকে কেন্দ্র করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নীলুখুড়ো উঠিয়া বসিলেন। তখনও খান দুই তিন পাখা চলিতেছে। তখন নীলু-খুড়ো হাঁপাইতে হাঁপাইতে ভগ্নকণ্ঠে জবানবন্দী দিতে থাকিলেন—আর সেই সমবেত জনমণ্ডলী কেহ উৎকর্ণ, কেহ উচ্চক্ষু, কেহ উন্মুখ, কেহ উৎগ্রীব, এবং পশ্চাতের কেহ কেহ শুধুই উৎপাদ হইয়া নীলুখুড়োর বদন নিরীক্ষণ এবং বচন শ্রবণ করিতে অথবা করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন।

নীলুখুড়ো কহিতে লাগিলেন—

"শীতলার পূজো দিতে যাচ্ছিলুম। চাকরটা চেনে না, তাই ওর সঙ্গে যাচ্ছিলুম। ও নৈবিদ্দি হাতে আগে আগে, আমি ওর পিছনে। বোল্লে না প্রত্যয় কোর্‌-বেন মশাই! যেই এইখানটা এইচি,—একটু জল দাও— তেষ্ঠায় ছাতি ফেটে যাচ্চে।"

দুই তিন জন খাবার জল আনিতে দৌড়িল। কিন্তু লোকের আর দেরী সহিতেছে না। নীলুখুড়ো

জল চাহিয়া একটু চুপ্ করিতে না করিতেই, সেই ভিড়ের মধ্য হইতে "তার পর," "তার পর" করিয়া ঘন ঘন তাগাদা আরম্ভ হইল। সুখের বিষয় এই যে, সেই ভিড়ের মধ্য হইতেই আবার তৎক্ষণাৎ "র'সো জল খেয়ে নিক্" এইরূপ প্রতিবাদ উত্থিত হইয়া, "তার পর" কে ছাড়াইয়া উঠিল।

শীঘ্রই জল আসিল। নীলুখুড়ো জল পান করিলেন। আবার ঘন ঘন পাখা চলিতে থাকিল। তখন বার কতক "চুপ" "চুপ" করাতেই ভিড় আবার পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ। নীলুখুড়ো পুনরায় ধরিলেন,—

"যেই এইখানটা এইচি, আর বোল্‌বো কি মশাই!—এক দম্‌কা হাওয়া। চক্ষে যেন অন্ধকার দেখ্‌লুম। আর দেখ্‌লুম যেন একটী স্ত্রীলোক, লাল কাপড় পরা, মুখখানি ফুটন্ত বসন্তে ভরা—একটী স্ত্রীলোক যেন নৈবিদ্দির থালাখানি চাকরটার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলিল—"নৈবিদ্দি নিয়ে কোথা যাচ্চিস্? জানিস্ না যে, আমি এইখানেই থাকি।" পলকের মধ্যে আঁধার দেখ্‌লুম—কেমন যেন অবশ হোয়ে—প'ড়ে গেলুম—তার পর একেবারে অচৈতন্য। আর একটু জল দ্যাও—"

তখন এক মহা আন্দোলন উপস্থিত। কেহ

বলিল যে এখনই অশথ-তলা খুঁড়িয়া একবার দেখা উচিত ;—কেহ বলিল—"না না, সে সব কিছু নয়, এই গাছটায় নিশ্চিতই একটা পেত্নী আছে—কোন্ দিন কেউ মারা না গেলে আর তোমরা এটা কাটাবে না!" কেহ বলিল যে, মা যখন নিজ মূর্ত্তিতে স্বয়ং দেখা দিয়াছেন, তখন এবার বসন্তে পাড়াটা "ভূট" হ'য়ে যাবে, বোধ হ'চ্চে। তৎক্ষণাৎ তেমনই সজোরে কেহ কেহ আবার বলিয়া উঠিল,—"না, না, যখন মা স্বয়ং দেখা দিয়াছেন, তখন এ পাড়ায় এবার দেখিবে, বসন্ত মোটেই হবে না।" একই ঘটনা-সূত্র অবলম্বন করিয়া কেহ সিদ্ধান্ত করিল, দেবী ; কেহ স্থির করিল, দানবী ;—কাহারও ধারণা হইল যে ইহা সত্যমূলক ও দৈব ; আবার কেহ বা মিথ্যামূলক ও ভৌতিক জ্ঞানে কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল ;—কেহ আশা করিল, ইহা অবশ্যই শুভ-সূচনা ; কেহ বা আশঙ্কা করিল, ইহা নিশ্চয়ই অমঙ্গলের গোড়াপত্তন। যাহা হউক, খানিকক্ষণ এইরূপ পরস্পর বিসম্বাদী মতামতের বাদানুবাদ বাণ কাটাকাটি চলিতে লাগিল।

বড় সভায় ঐরূপ বাদানুবাদ-কাণ্ড চলিতেছে, ইতিমধ্যে রায় মহাশয় প্রভৃতি জন কয়েকে একটা

"সব-কমিটি" করিয়া, বিনা বাদানুবাদে স্থির করিলেন যে, ঘটনা যখন এইরূপ, তখন একবার অশ্বত্থ-তলাটা চারিদিকে খুঁড়িয়া দেখাই উচিত হইতেছে। দৈবলীলা, বলা যায় কি! তৎক্ষণাৎ জনকতক ছুটিয়া গিয়া খান-কতক "সাবল" আনিয়া ফেলিল এবং পাঁচ ছয়জন ভিন্ন ভিন্ন স্থলে খুঁড়িতে লাগিয়া গেল।

নীলুখুড়োকে দুইজনে ধরিয়া বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া আসিল।

দেখিতে দেখিতে সেই অশ্বত্থ-বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে এখানে ওখানে নানাস্থানে গভীর সন্ধান হইতে থাকিল। এ দিকে ভিড়ের ক্রমশই বৃদ্ধি।

বৈকাল বেলা, অশ্বত্থ-তলা লোকে লোকারণ্য। ইতিমধ্যে নানাবিধ গুজব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া গুজব-বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট নিয়মনুসারে ক্রমশঃ বিস্ফারিত ও বিস্তারিত হইতে হইতে গৃহস্থের অন্দরে প্রবেশ করিয়া কুলবধূদিগকে পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। পাড়া তোলপাড়—মহা এক হৈ-চৈ ব্যাপার লাগিয়া গিয়াছে।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে সকলে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল এখনও কিছু পাওয়া গেল না। মধ্যে মধ্যে সাবল ইঁটে ঠেকিয়া ঠক্ করিয়া উঠে, আর "এইরে" বলিয়া চীৎ-

কার—তার পর তুলিয়া দেখে, ফাক্কিকার!—ভাঙ্গা এক-খানি ইষ্টকখণ্ড মাত্র। বার বার এইরূপ হইতে হইতে দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

কেহ বলিলেন—"জানি; ও ভৌতিক কাণ্ড শুধু শুধু মাটি খুঁড়ে কি বেরুবে?"

কেহ বলিলেন—"তুমিও যেমন! ও নীলুর কাণ্ড! সর্ব্বৈব ভূয়োবাজি!—ষোল কড়াই কাণা! এই কোরে মিছেমিছি কেবল লোক জড়ো করা বই ত নয়!"

নীলুখুড়ো-পীড়িত কোন ভুক্তভোগী সুযোগ পাইয়া সাক্রোষে বলিতে লাগিলেন—"বাবা, মানুষের সঙ্গে চালাকি করা নয়। বাছাধন এইবার ভুতের পাল্লায় পোড়েচেন"।

কেহ বলিলেন,—নীলুখুড়ো বাঁচিবেন না, ঠিক দুপর বেলা অশথ-তলায় এরূপ ভুতে পেলে বাঁচেই না"।

কেহ টীকা করিলেন,—যদিও বাঁচে, একটা দুঃসাধ্য রোগ নিশ্চয়ই হবে।

কেহ টীপ্পনী করিলেন—"না হয়, মুচ্ছাগত বাই।"

ঘটনা-প্রচারের অব্যর্থ নিয়মানুসারে এই কথোপ-কথনের পরেই সেই পাড়ার দূরস্থিত ব্যক্তিরা, যাঁহারা ঘটনা স্থলে তখন পর্য্যন্ত আসেন নাই, তাঁহারা অবগত

হইলেন যে, নীলুখুড়ো নাই—অশথ-তলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। তৎপরে কেহ শুনিলেন যে, এমন বিকট মড়া কেহ কখন দেখে নাই—নীলবর্ণ, দাঁত-কপাটি মারা, ভয়ঙ্কর একটা কিম্ভূত-কিংমাকার। ইহারই অব্যবহিত পরেই যিনি এ ঘটনার গল্প করিলেন, তিনি নাকে কাপড় দিয়া থুঁথুঁ ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন,— "বাপ্‌রে বাপ, মড়ার এমন আঁষ্টে গন্ধ—থু থু থু—সেখানে তেষ্ঠান ভার।"

এতক্ষণে মাগীর দল চাগিল। মরা-খবরের নীচে মাগীরা বড়-একটা ভ্রূক্ষেপ করে না। যেই শুনিল অমুক মরিয়াছে, তখন আর না দেখিলেই নয়—দলে দলে বাহির হইয়া পড়িল গল্প করিতে করিতে সারাটা পথ কাটাইয়া দিল; তার পর পৌঁছিয়াই, একেবারে "দুনয়নে বারিধারা"। উপস্থিত বুদ্ধিতে যদি বাহাদুরী থাকে, তবে এমন উপস্থিত হৃদয়েরও বাহাদুরী স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, সহজেই যখন এইরূপ, তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে ত আরও লোক জুটিবে— একে মড়া, তায় আবার "আঁষ্টে গন্ধ"! দেখিতে দেখিতে মাগীর প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। দলে দলে মাগীর পাল নাকে কাপড় দিয়া নীলুখুড়োর "পচা-মড়া" দেখিতে চলিয়াছে।

তখনও খোঁড়া হইতেছে। এদিক ওদিক নানাদিক দেখাইয়া দিয়া, অবশেষে সেই চিহ্নিত স্থান—যাহা তিনিই জানেন, আর জানেন আমাদের নীলুখুড়ো—সেই স্থান রায় মহাশয় দেখাইয়া দিয়া খুঁড়িতে বলিলেন। রায় মহাশয় এতক্ষণ ইচ্ছা করিয়াই অন্যান্য স্থান খোঁড়াইতেছিলেন।

"বেলা গেল, খোঁড় খোঁড়" "আরও খানিক" এইরূপ করিতে করিতে খট্ করিয়া সাবল যেন কিসে ঠেকিল। "ঐ যে খট্ কোল্ল কি?" এই বলিয়া রায় মহাশয় আরও খুঁড়িতে কহিলেন। তখন এবার আর ইষ্টকখণ্ড নয়—উপর হইতেও ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা যাইতেছে—মা শীতলাই বটে। অমনি রায় মহাশয় দুই বাহু ঊর্দ্ধ করিয়া "জয় মা শীতলার জয়" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন। তখন মহোল্লাসে মৃত্তিকা-প্রোথিত সেই শীতলা-মূর্ত্তি পুনরুত্থিত হইল। অগণ্য দর্শক-মণ্ডলীর অগণ্য কণ্ঠ হইতে সমস্বরে "জয় মা শীতলার জয়" ধ্বনি পল্লী কাঁপাইয়া তুলিল। তখন গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়া উঠিল; চারিদিকে হুলু হুলু ধ্বনি পড়িয়া গেল।

বিশ্রামান্তে, সময় বুঝিয়া নীলুখুড়োও দেখিতে আসি-লেন। চারিদিক হইতে নীলুখুড়োর প্রতি আশীর্ব্বাদ

বর্ষণ হইতে থাকিল—নীলুখুড়োর নামে একটা "ধন্য ধন্য" পড়িয়া গেল।

সেই অশ্বত্থ-তলাতেই মা স্থাপিতা হইলেন। সন্ধ্যাও সমাগত। মহাসমারোহে আরতির বন্দোবস্ত হইল।

এই "জাগ্রত" শীতলার কথা নিমিষের মধ্যে বহুদূর ব্যাপিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পরদিনে নীলুখুড়ো পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এই শীতলার কৃপায় নীলুখুড়ো ও রায় মহাশয় বৎসর কয়েক বিলক্ষণ "দুপয়সা" উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন।

উষ্ট্রপ্যাথী মতে চিকিৎসা।

লোকবিশেষের রোগবিশেষে উষ্ট্রৌষধি-নামক যে অব্যর্থ, অমোঘ, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, অলৌকিক, অদ্বিতীয়, অসাধারণ, অকুতোনিষ্ফল, আশ্চর্য্যজনক, আশুফল-প্রদায়ক, আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত আরোগ্যবিধায়ক, আপাদ-মস্তক-মায়-অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত কার্য্যকারক (আর কত বলিব ? বিজ্ঞাপন ত দিতেছি না ; সুতরাং গুণ-বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারাই ভাল।)—উষ্ট্রৌষধি নামক এহেন যে মুষ্টিযোগের কথা চরাচরে প্রচলিত আছে, তাহাও আমাদের নীলুখুড়োর একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ ; সুতরাং এই সংযোগে গাঁথিতে হইল। উষ্ট্রৌষধি-মুষ্টিযোগ "চেতন নয়, অচেতন নয়, উদ্ভিদ্ নয়," ধাতবও নয়, জান্তবও নয় ;—উহা একপ্রকার নীলুখুড়ো-প্রকৃতি-সম্ভূত বৈজ্ঞানিক শক্তি বিশেষ। নীলুখুড়োর মস্তিষ্কই এ শক্তির আধার, এ বিদ্যুচ্ছটার ব্যাটারি ;—নীলু-খুড়োই এ ঔষধের আয়ুর্ব্বেদ, এ প্রয়োগের প্রয়োগ-চিন্তামণি ; নীলুখুড়োই এ কবিরাজীর ধন্বন্তরি,—এ উষ্ট্র-প্যাথীর হনুমান। এ কীর্ত্তি-কথা কথায় কোথাও কথিত থাকিলেও, যথায় তথায় জানা নাই। সুতরাং এ গুপ্ত কথাকে সুব্যক্ত করিতে হইল, এ লুপ্তকীর্ত্তির সংকীর্ত্তন

করিতে হইল, এ বিকট নীলুখুড়ো-মূর্ত্তিকে সুপ্রকটিত করিতে হইল।

এক থাকেন রাজা, তাঁর আছেন একটা পীড়া ;—তা বড়লোক মাত্রেরই একটা-না-একটা পীড়া থাকেই থাকে। চব্বিশ ঘণ্টা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়, বার বার সমান তালে ভোজন করিবার ক্ষুধা হয় না—একবার কার বোঝাই গুদম খালি হইতে না হইতেই পুনরায় মালের আমদানি ;—রাখিবার স্থান হয় না। সুতরাং "অম্বলের পীড়া"। আর পীড়া, "ধাতু দৌর্ব্বল্য"—অর্থাৎ কি না, যথেচ্ছাচার করিবার শক্তিটীর কিঞ্চিৎ হ্রাস। প্রথমে দুইটী রোগেরই উৎপত্তি মনে ; তার পর ক্রমশঃ-বৃদ্ধি পারিষদবর্গের যত্নে। তিনি হয়ত একদিন হঠাৎ অতর্কিত ভাবে কোন একটা অসুখের অঙ্কুর হইতেছে কি না, এই সন্দেহের আভাস মুখে প্রকাশ করিলেন ; হিতৈষী প্রিয় পারিষদবর্গ আর ছাড়িবেন কেন ? অমনি সকলে মিলিয়া সেই কথিত অঙ্কুরাভাসটী প্রাণপণে লালন পালন ভরণ পোষণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল—একেবারে শয্যাগত করিয়া, তবে আর কাজ। তার উপর আছেন, চিকিৎসার ধূমধাম। বিনা রোগে রাশি রাশি ঔষধ উদরস্থ করিতে হইলে, স্বয়ং যমেরও অম্লরোগ হয়, অক্ষুধা হয়, মানুষ ত কোন্

ছার! এতদবস্থায় রাজারাজড়াদের রোগের অভাব হইবে কেন?

শুধুই কি তাই? রোগ হইতে না হইতেই দুশ্চিকিৎস্য! একজন আমের আঁটি পুঁতিয়া প্রত্যহই তুলিয়া দেখিত—শিকড় লাগিল কি, না। রাজরোগেও অনেকটা এইরূপ প্রকরণই অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং অম্লরোগই বল, আর ধাতু দৌর্ব্বল্যই বল, গোড়ায় কিছু না থাকিলেও পাঁচজনে বলিতে বলিতে ও নিজে ভাবিতে ভাবিতে একটা আধাসত্য-আধামিথ্যা-গোছ পীড়া খাড়া হইয়া উঠে এবং শিকড় তুলিয়া দেখিতে দেখিতে তাহা শীঘ্রই "শিবের অসাধ্য" হইয়া পড়ে।

পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত একটী রাজা এবম্ভূত অবস্থাপন্ন। সেকালে ডাক্তারী ঔষধে মদ ছিল, সুতরাং কেহ খাইত না। কবিরাজেরই চলন ছিল বেশী। রাজার পীড়া, সুতরাং কত কবিরাজেরই গমনাগমন হইতে থাকিল। পীড়া কিছুই নয়, সুতরাং কেহই আরাম করিয়া তুলিতেও সক্ষম হইলেন না। কত দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ কবিরাজ আসিয়া কত শ্লোকই আওড়াইলেন, কত টীকা টীপ্পনী, কত ব্যাখ্যা, কত বাদানুবাদ, এমন কি, বাপান্তাবধি হইয়া পরস্পর মারামারির উপক্রম পর্য্যন্ত হইল, তত্রাচ রোগের কিছুই উপশম হইল না। দলে

দলে, পালে পালে, কবিরাজ-কুলের ঘন ঘন আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে লাগিল, তবু রোগের কিছুই উপশম হইল না। কেহ বলিলেন সঞ্চিত বায়ু; কেহ বলিলেন পিত্তের প্রকোপ; কেহ আবার তদুপরি চাপাইলেন, কিঞ্চিৎ কফের সঞ্চার। কেহ ব্যবস্থা করিলেন নিশ্চিন্তামণি রস, কেহ কামকল্পদ্রুম পর্প্‌টী, কেহ বৃহৎ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, কেহ কামভৈরবচূর্ণ, কেহ কামগজেন্দ্রচূড়ামণি, কেহ অনঙ্গ-কেশরী, কেহ কামশার্দ্দূল, কেহ কামিনীমদমুদ্গর, কেহ মদনভস্ম; কেহ রতিবিলাপ তৈল। এইরূপে কত ভস্ম, কত চূর্ণ, কত রস, কত পর্প্‌টী, কত বটিকা,—বলিব কি, কত চটক চটিকাই না উদরস্থ হইল! কত তৈলই যে সেই রাজদেহখানিকে চব্বিশ ঘণ্টা তৈলাক্ত করিতে থাকিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বৃহৎ ছাগলাদি, তদধিক বৃহৎ গর্দ্দভাদি ইত্যাদি; কত অশ্বগন্ধা হস্তী-গন্ধা; এইরূপ কত ঘৃতই না গিলিতে হইল! পেটে একপ্রকার চড়া পড়িয়া গেল; সুতরাং আহাররূপী নৌকা আর চলে না। দেখিতে দেখিতে "অম্বলের পীড়া" সাঙ্ঘাতিক মূর্ত্তি ধারণ করিল। জল-সাবুও একটু তেজ করিয়া সেবন করিলে, চোঁয়া ঢেকুর মারে। কিছুতেই কিছু হয় না। বেগতিক দেখিয়া চিকিৎসকেরা ত' চম্পট। তখন দিন কতক রাগ করিয়া ঔষধাদি বন্ধ

থাকিল। কিছুদিন বিশ্রাম পাইয়া উদর কিছু সুস্থ হইলেন বটে। কিন্তু "অম্বলের পীড়া" যাবে কোথা? খানিক থাকিয়াই গেল। একেত আসল "অম্বল" মনে, তাহার উপর আবার চিকিৎসার গুণে উদরে সত্য সত্যই একটু "অম্বল" দাঁড়াইয়াছে; এ কি আর সারে? ক্রমে মুষ্টিযোগের সন্ধান সুরু হইল। যে যা দেয় তাই একটু খান; যে যা বলে তাই করেন। ক্রমে ধীরে ধীরে সুস্থ হইলেনও মন্দ নয়। কিন্তু হইলে কি হয়! তবু যে মনের সেই "অম্বল"-টুকু, সেই অম্বুলে খুঁৎখুঁতুনিটুকু, সেটুকু ত যাবার নয়। খান, দান, আর দিবানিশি খুঁৎখুঁৎ করেন। "ঐ ঢেকুর, ঐ বায়ু, ঐ অম্বল"—এটুকু আর সারিল না।

তিনি যদিও কোন দিন অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতে চাহিতেন; রোগের ভাবনা চাপিয়া থাকিতে, রোগ ভুলিতে, রাজী হইতেন; কিন্তু পারিষদেরা ছাড়িবে কেন? তাহারা "এখনও নিঃশেষ হয় নি"—"ঐ যে চোঁয়া ঢেকুর উঠ্‌লো"—"শরীর এখনও শীর্ণ" ইত্যাদিরূপ ঘৃতাহুতি দিয়া সেই নির্ব্বাণপ্রায় অগ্নি আবার সতেজে জ্বালাইয়া তুলিত। বড়লোকের রোগে বহু অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবার যো নাই; তাহা হইলে মানের গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। সুতরাং পারিষদবর্গ নাচাইয়া তুলিল যে, বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করিলে অবশ্যই অব্যর্থ মুষ্টিযোগের যোগাযোগ

হইবেই হইবে। যাহাদের মুখে ধনের গর্ব্ব সর্ব্বত্র প্রচার, তাহাদের কাছে এ প্রস্তাবে "না" বলিলে পাছে গর্ব্বটীর সর্ব্বনাশ হয়, এই ভয়ে প্রস্তাবিত পুরস্কার প্রদানে কর্ত্তাটী তদ্দণ্ডেই প্রস্তুত। শীঘ্রই মুখে মুখে পুরস্কারের কথা চারিদিকে রাষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু বড় বড় কবিরাজের চিকিৎসাদি সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে—তার পর এই ব্যাপার; এই সব শুনিয়া কেহই বড় অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এই ভাবে কিছু দিন গেল।

একদিন শুভদিনে, শুভক্ষণে, শুভলগ্নে, ব্যাপারটী আমাদের নীলুখুড়োর কর্ণগোচর হইল। সবিস্তার সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া তিনি একটু কেমন মনে মনে বিচলিতও হইলেন এবং সেই দিনই নিভৃতে রায় মহাশয়ের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিলেন। তৎ পরদিন দুইজনে একত্রে ঐ উদ্দেশে বহির্গত।

দুইজনে গিয়া উপস্থিত। যথারীতি সংবাদাদি দিবার পরে দেখা সাক্ষাৎ হইল। আলাপ পরিচয় হইল বটে, কিন্তু এ পক্ষের পরিচয়টা খোলাখুলি হইল না—ঈষৎ বক্রভাবেই হইয়া গেল। নেহাৎ খাঁটি পরিচয়টা না দেওয়াই ইহাঁদের অভিপ্রায়। নীলুখুড়ো রায় মহাশয়ের পরিচয় দিলেন; বলিলেন যে উনি আমার গুরু। রায় মহাশয় তখন অতি বিনম্র বিনীত ভাবে কহিলেন যে

তাঁহার কিছুই নহে,—সকলই ভগবৎ-প্রসাদাৎ তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু সে অতি অপূর্ব্ব ও গুহ্য কথা।

তখন সকলের অনিবার্য্য ঔৎসুক্যানল জ্বলিয়া উঠিল।

অনেক পীড়াপীড়ির পর তখন গুরুটী অতি সংক্ষেপে কহিলেন যে, বহুদিন পূর্ব্বে অদৃষ্ট গুণে ধবলাগিরি-কন্দর নিবাসী এক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কেমন মহিমা, তাঁহার প্রতি সন্ন্যাসীর কৃপাদৃষ্টি পড়িল—তিনি তাঁহার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। কত দেশ তাঁহার সহিত ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে হিমালয়ে উপস্থিত—সেখানেও আজ কাঞ্চন-জঙ্ঘা, কাল ধবলাগিরি এই করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইলেন। কত ঔষধাদি কত মুষ্টিযোগই যে শিখিলেন, তা আর বলা যায় না। তার পর একদিন কন্দরে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন—সন্ন্যাসী নাই, কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন. তখন নিরুপায়। কি করেন! সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কত কষ্টে, কত বিপদ্দ এড়াইয়া, তবে যে ফিরিয়াছেন তাহা আর বলিবার নয়। এখন সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত। তবে শরণাপন্ন দুশ্চিকিৎস্য রোগীকে ঔষধাদি দেন বটে; কিন্তু কিছু লওয়া তাঁহার গুরুর নিষেধ।

"লোক মুখে আপনার পীড়ার কথা শুনিয়া আমার এই প্রিয় শিষ্যকেই আপনার কাছে পাঠাইতেছিলাম;

কিন্তু উনি আমায় আসিতে বিশেষ অনুরোধ করায় আমিও আসিয়াছি।”

এই উপন্যাস যখন চলিতেছিল, তখন “প্রিয় শিষ্য” মধ্যে মধ্যে যথাস্থানে যথোচিত পত্র পুষ্প দিয়া গল্পটীর শোভা সম্পাদন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটী করেন নাই। রোগী ত মোহিত। গল্প শুনিয়াই তাঁহার অর্দ্ধেক রোগ সারিয়া উঠিয়াছে বলিলেও হয়।

গ্রামপ্রান্তে এক সুরম্য পুষ্প-বাটিকাতে তাঁহাদের বাসস্থানের নির্দ্দেশ হইয়া গেল। আহারের ব্যাপারটা সুচারু হইবে বুঝিয়া নীলুখুড়ো ত মর্ম্মান্তিক প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

তার পর। রায় মহাশয় তখন বলিলেন,—“মহাশয়, বেশী দিন ত আমি এখানে অবস্থান করিতে পারিব না, আর প্রয়োজনও হইবে না। মনস্থ আছে যে, ভগবদ্ মহিমায় এক দিবস মধ্যেই আপনার আরোগ্য সম্পাদন করিয়া, আমরা প্রত্যাগত হইব। অতএব আপনার অবস্থাদি সমস্ত অবগত হইতে বাসনা করিতেছি। আপনি আমার প্রিয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত বলুন। উনিই আপনার আরোগ্যের ভার লই-বেন। কোন চিন্তা নাই, একদিবসেই আপনি সুস্থ হইবেন।”

তখন রোগিরাজ তাঁহার সেই সুদীর্ঘ-কাহিনী কহিতে থাকিলেন এবং নীলুখুড়ো অতি নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকিলেন। রোগী একটু বলিতে না বলিতে, পারিষদেরা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে থাকিল। যাহা হউক, পৃথিবীতে যখন সকল পদার্থেরই শেষ আছে, সুতরাং এ কথারও একটা শেষ অবশ্যই আসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল সকলে নিস্তব্ধ।

নীলুখুড়ো তখন একটী শিকড় রোগীর হাতে দিয়া কহিলেন—মহাশয়, এই ঔষধটী জলের সহিত বাঁটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। ইহাতেই আপনার সমস্ত রোগ সারিয়া যাইবে। না হয়, বড় জোর দুই দিন খাইলেই হইবে; তার বেশী আর লাগিবে না। দেখুন, প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া, শুদ্ধভাবে, শুদ্ধমনে, ইহা সেবন করিবেন। এই সব মহৌষধি সেবনে শুদ্ধতা পালন অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

রায় মহাশয় তখন প্রিয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—দেখ, রাত্রি হইয়াছে, উনি অসুস্থ, আর অধিক বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। আর যাহা কিছু পালন করিতে হইবে, বলিয়া দেও। উনি বিশ্রাম করিতে যাউন, আমরাও বিশ্রামার্থ যাই।

নীলুখুড়ো। হাঁ, আর এক কথা, মহারাজ। অতি সামান্য কথা, কিন্তু তত্রাচ যেন ভুল না হয়। ঋষি-বাক্য লঙ্ঘন করিলে এ সব ঔষধে কোন ফলই হয় না। দেখুন, ঔষধটী সেবনের সময়ে কদাচ যেন উষ্ট্র মূর্ত্তির চিন্তা মনে উদয় না হয়। সেই ধবলাগিরি-নিবাসী যোগীন্দ্র পরম-পুরুষের এ বিষয়ে নিরতিশয় নিষেধ আছে।

রায় মহাশয়। (মুদ্রিত নয়ন)—উষ্ট্র মুখং মা চিন্তয়েৎ, মা চিন্তয়েৎ, মা চিন্তয়েৎ।

নীলুখুড়ো। হাঁ, উষ্ট্রমুখই নিষেধ—তবে আমি আর একটু সাবধান করিয়া দিই—একেবারে উষ্ট্রমূর্ত্তিই নিষেধ করি;—কি জানি, দেহটা যদিই মনে পড়ে, তাহাতে হঠাৎ মুখটাও ত মনে পড়িতে পারে। কাজ কি? একেবারে সমগ্র মূর্ত্তিটাই নিষেধ করি—ও নিষিদ্ধ জন্তুটাকেই কাছে ঘেঁসিতে দিই না। অধিকন্তু ন দোষায়—সাবধানের বিনাশ নাই।

রায় মহাশয়। (ঈষৎ হাস্য করিয়া)—দেখিলেন মহারাজ, আমার প্রিয় শিষ্য কতদূর সতর্ক।

নীলুখুড়ো। মহারাজ, যাহা যাহা বলিয়া দিলাম, সব স্মরণ থাকিবে ত?

রোগী। আজ্ঞে, তা থাকিবে বই কি! বেশী ত কিছু নয়—শুদ্ধাচারে প্রাতে সেবন করা, আর সেই

সময়ে উট্‌টী না মনে চিন্তা করা—তা এ আর কঠিন কি! তবে আপনারা বিশ্রাম করুন গে।

লোক জন সঙ্গে, দুইজনে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিলেন।

রোগিরাজ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃ-ক্রিয়াদি নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিলেন—অর্থাৎ উষ্ট্রমূর্ত্তি না ভাবিয়া। প্রথম দিন কি না, আগে অতটা মনে হয় নাই। তার পরে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া শুদ্ধ হইয়া চাকরকে ডাকিলেন—"ওরে রামা, সেই শেকড়টা নিয়ে আয় ত।" যেমন ডাকা, অমনি—হঠাৎ যেমন বিদ্যুৎ হানে, তেমনি হঠাৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সেই নিষিদ্ধ উষ্ট্রমূর্ত্তিখানি প্রকৃষ্টরূপে প্রতিভাত হইল। তখন, "ওরে থাক্ থাক্—আর এনে কাজ নেই; তাই ত হঠাৎ কেমন উট্‌টো মনে পড়ে গেল" বলিয়া উঠিলেন। শিকড় তাঁহার নিকটেও আসিবার অবসর পাইল না।

মনটা সেদিন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মনস্থ কার্য্যে বিঘ্ন হইলে, ঐরূপই হইয়া থাকে। সহজেই খুঁৎখুঁতে, তার উপর আবার এই; সেদিন একটু বেশী ক্ষুণ্ণ হইলেন। পারিষদবর্গ এই ঘটনা শুনিয়া বিষাদ মহাসাগরে মগ্ন হইল এবং পরদিন ঔষধ সেবন করিলেই হইবে, এইরূপ আশ্বাস বাক্যও দিতে থাকিল।

বৈকালে নীলুখুড়ো একাই রোগী দেখিতে আসি-লেন। আসিয়াই দেখিলেন—রোগীর বিষণ্ণ বদন; আর—"পাত্রমিত্র নতভাবে বসে চারিদিকে।"

নীলু। মহারাজ, ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ ভাল আছেন ত? এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?

রোগী। কবিরাজ মশাই, আজ ঔষধটী সেবন করা হয় নাই।

নীলু। অ্যাঁ—সেবন হয় নাই কি জন্য?

রোগী। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া-ট্রিয়া সব করিয়া, শুদ্ধ হইয়া, ঔষধ সেবন করিবার জন্য যেই চাকরটাকে শেকড় আনিতে ডাকিলাম, অমনি কেমন হঠাৎ উটের চেহারাটা মনে প'ড়ে গেল। সুতরাং আর খাওয়া হ'ল না। বড়ই মনটা খারাপ হ'য়ে রয়েছে।

নীলু। তা প্রথম দিন না-হয় এ রকম হয়েছে। তার জন্য আর মন খারাপ কেন? কল্য একটু সাবধান হইলেই হইবে।

পারিষদবর্গ। আজ্ঞে তা'ত বটেই—একটু সাব-ধান হ'য়ে, যাতে উট্‌টী মনে না পড়ে, এই কোল্লেই হ'ল।

নীলু। তা হ'লে কল্য একটু সাবধান হ'য়ে ঔষধটী যেন সেবন করা হয়, অন্যথা না হয়।

পারিষদবর্গ। কল্য ওবিশ্চিই সেবন কোর্ত্তে পার্বেন—সে কি আর অন্যথা হয় ? প্রথম দিন কেমন হঠাৎ মনে প'ড়ে গেছে। কবিরাজ মশাই, আপনাদের তা হ'লে আর একদিন থেকে, সেরে দিয়ে যেতে হ'চ্ছে।

নীলু। তার জন্য চিন্তা নাই। কাল আর কোন বাধা ঘটিবে না।

কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া নীলুখুড়ো সেদিন উঠিলেন। যাইবার সময় নিষেধ-বাক্যটী আর একবার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া গেলেন।

স্বাধীন জীব হইলে বিষয়টীর অসাধ্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু এ সব লোক ত তা নয়। ইহাঁদের ইন্দ্রিয়া-ক্রিয়া অতি অদ্ভুত। হাসিতে হইলে, ইহাঁদের হইয়া পারিষদেরা হাসে, আর সেই হাসিতেই ইহাঁদের হাসির কাজ হয়। কাঁদিতে হইলে, ইহাঁদের হইয়া পারিষদেরা কাঁদে, আর সেই কাঁদাতেই ইহাঁদের কাঁদার কাজ হয়। আহারে বিহারে, সকল কাজেই এইরূপ। চিন্তা করিতে হইলে, পারিষদেরা চিন্তা করিল—আর তাই হইল ইহাঁদের চিন্তা করা। ঠিক্ যেন পরম পুরুষটী—সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় ; আর পারিষদবর্গ যেন সাক্ষাৎ প্রকৃতি—সদাই কার্য্যকরী। ইহাতেই পুরুষটীর পরম পুরুষার্থ, পুরুষটী চরম চরিতার্থ। তাই

বলিতেছিলাম যে, স্বাধীন জীব হইলে বিষয়টীর অসাধ্যতা বোধ হয় উপলব্ধি হইত। কিন্তু তাহা ত নন। সকল পারিষদেই যখন সমস্বরে—"কাল অবিশ্যিই সেবন কোর্‌বেন"—"অন্যথা হবে না"—"প্রথম দিন হঠাৎ কেমন মনে পড়ে গেছে" ইত্যাদি বলিয়া উঠিল, তখন তিনিও মনে করিলেন—"অবিশ্যিই সেবন কোর্‌বো—অন্যথা হবে কেন? রোজ রোজই কি আর মনে প'ড়বে?" ইত্যাদি।

ইহার অন্যথা ভাবিবার অবসরই তাঁহার নাই; প্রয়োজনও নাই। পারিষদেরাই ত ঠিকঠাক করিয়া দিল; তবে আর ভাবিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন কি? সে শক্তিই বা কৈ? অনভ্যাসে শক্তি হয়ত হয়ই নাই, আর যদিই একটু ছিল তাহাও গিয়াছে। হে পরগাছা পারিষদকুল, কি নিষ্ঠুর প্রাণ তোমাদের! আশ্রয়-তরুর কি সর্ব্বনাশই তোমরা কর!

যাহাহউক, সেদিন কাটিয়া গেল। পরদিন আবার প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, তৎপর প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পাদন,—সব হইল। তারপর ঔষধ আনিবার জন্য চাকরকে ডাকিবেন কি—ডাকিতে আর হইল না—ডাকিবেন, উদ্দেশে, সেই কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ মূর্ত্তিখানি যেন চক্ষের উপর জাজ্বল্যমান। ডাকা আর বৃথা। চক্ষু একটু

মুদিলেন—তবু সেই মূর্ত্তি! চক্ষু রগড়াইলেন—তবু সেই মূর্ত্তি—অনড়, অচল, অটল।

তখন দুঃখিত হৃদয়ে আসিয়া বাহিরে বসিলেন এবং দ্বিতীয় দিনেও ঔষধ খাইতে পারিলেন না, এই ভাবিয়া মনে মনে বিশেষ লজ্জিত হইলেন।

ক্রমে সকলে শুনিল যে আজও ঔষধ সেবন হয় নাই। কেহ সান্ত্বনা দিতে থাকিল যে, প্রথম দুই এক দিন অমন হ'য়েই থাকে, কাল আর হবে না। কেহ উপদেশ দিল যে, কাল যেন পূর্ব্ব হইতেই চিত্তটাকে একটু দৃঢ় ক'রে থাকা হয় ইত্যাদি। এক জন নিশ্চয় করিলেন যে, ঔষধটী খাইতে প্রথম যখন এত বিঘ্ন হইতেছে, তখন এই ঔষধেই তাঁহার উপকার নিশ্চিত। কোন রকমে একদিন খাইতে পারিলেই হয়। কথাটা একটু মুখরোচক; সুতরাং মহারাজের মনটা কতক আশ্বস্ত হইল।

বৈকালে যথাকালে নীলুখুড়ো আসিয়া উপস্থিত।

নীলু।—কেমন? মহারাজ, আজ ওষুধ খেয়ে একটু ভাল বোধ হ'চ্ছে ত?

রোগী।—কবিরাজ মহাশয়—আজও খাওয়া হয় নাই।

নীলু। বলেন কি? আজও হয় নাই কেন?

রোগী। সকালে উঠিলাম, প্রাতঃক্রিয়াদি করিলাম, কাপড় ছাড়িলাম। তার পর শেকড়টী আনিবার জন্য

চাকরকে ডাকিব কি—হঠাৎ উট্‌টী মনে প'ড়ে গেল। আপনার নিষেধ আছে—কেমন কোরে খাই ?

নীলু।—তা হোক্, আজ হয় নাই—কাল হবে। তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। অনেক বড় বড় লোককে এ ঔষধ দেওয়া গিয়াছে। সকলেই এক শিক-ড়েই আরাম ;—কিন্তু প্রথমটা ঐ গোল। দুই তিন দিবস এইরূপ গোল হয়ই হয়—তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। চিত্ত স্থির করিয়া রাখিবেন। চিত্ত চাঞ্চল্যে কাজ হয় না। প্রাতে উঠিয়া মনটীকে খুব ধীর স্থির রাখিয়া ঔষধ খাইবেন। যদিই কিছু ভাবিতে হয়, তবে ছাগল ভেড়া, হাতী ঘোড়া এই সকল চিন্তাই করিবেন, কদাচ উটের কথা মনে আনিবেন না।

তখন পারিষদেরা রাজাকে ঐ উপদেশই বারম্বার দিতে থাকিল এবং রাজাটীও এখন হইতেই "চিত্ত স্থির" করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে নীলুখুড়ো আবার একবার ঐ নিষেধ-বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজাও কল্য প্রাতে উট ভাবিবেন না, এই ভাবিতে ভাবিতে বিশ্রামা-গারে গেলেন। নিদ্রা বড় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ফলে প্রাতে সেই অনিদ্রাভঙ্গ হইয়াই দেখেন—আর কি ? সেই উষ্ট্রমূর্ত্তি। উঠিলেন—কতবার কত কি

চিন্তার উদ্যোগ করিলেন—তবু সেই উট আর নড়ে না! প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া হাতী ভাবিলেন, হাতীও দেখিলেন;—কিন্তু হাতীর পাশে উট! চকিতের মধ্যে হাতী অদৃশ্য হইল—উটটী কিন্তু যথাস্থানে বিরাজ করিতে থাকিলেন! এইরূপে ঘোড়া ভাবিয়া দেখেন, ঘোড়ার পাশে উট! ভেড়া ভাবিয়া দেখেন, ভেড়ার পাশে উট!—এ উট আর নড়ে না!!! গেলেন প্রাতঃক্রিয়া করিতে, উট চলিল সম্মুখে সম্মুখে! কত অন্যমনস্ক হইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল—যে উষ্ট্রমনস্ক, সেই উষ্ট্রমনস্ক! এরূপ অবস্থায় কোন কাজই সুসমাধা হয় না। ইহাঁর দশাও তাই হইল। বাহিরে গিয়া বসিলেন—বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, উট! কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিল—"মহারাজ একটু অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি যে," তখন চম্‌কিয়া উঠিয়া "না," "না" করিয়া পুনরায় আবার উষ্ট্রচিন্তায় নিমগ্ন। গতিক দেখিয়া সে দিন কেহ আর বড় বেশী কথা-টথা কহিতে সাহস করিল না। সুতরাং অপ্রতিহতভাবে অবিরাম অবিশ্রাম উষ্ট্রচিন্তার পক্ষে বরং তাঁহার সুবিধাই হইল। তার পর নিয়ম মত আহারে বসিলেন। "অম্বলের অসুখ" আজ ত আর মনে নাই—উট ভাবিতে ভাবিতে সটান আহারটা করিলেন। একটু দিবা নিদ্রা দিয়া নিরুৎকণ্ঠ হইবার ইচ্ছা

হইল। কিন্তু চক্ষু মুদিয়া কেবল এ-পাশ আর ও-পাশ। বলা বাহুল্য, সেই মুদ্রিত চক্ষুর ভিতরেও এক মুহুর্ত্তের তরেও উষ্ট্রটীর অদর্শন হয় নাই।

একে ঘোর অনিদ্রা, তাহার উপর আবার এই এক উদ্ভট চিন্তা—নাগাদ বৈকাল মহারাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মুখশ্রী মলিন, চক্ষু রক্তবর্ণ, সদাই গভীর চিন্তিত, ডাকিলে চমকিয়া উঠেন—মহা এক বিষম বিভ্রাট হইয়া উঠিল। আর একদিন এই ভাবে কাটাইতে হইলে বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল উট দেখিয়া বেড়াইতে হইবে, ঈশ্বরেচ্ছায় হঠাৎ তাঁহার এ জ্ঞানের উদয় হইল। তখন বজ্রগম্ভীর স্বরে খাজাঞ্চীকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন—"দেখ, ঐ কবিরাজ ব্যাটা আমায় পাগল কোরবার যোগাড় কোরেছে। এখুনি আবার এসে হাজির হবে। পুরস্কার যা দিব বলেছি, সেই টাকা নগদ এক্‌খুনি তুমি নিজে গিয়ে দিয়ে এস। ব্যাটারা যেন এমুখো আর না হয়। রামা—শেকড়টা দূর কোরে ফেলে দে ত। আপদ যাক্। ব্যাটা এক শেকড় দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলবার যোগাড় কোরেছে।"

নীলুখুড়ো বাসায় বসিয়াই প্রতিশ্রুত অর্থ পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই জনেই সবেগে চম্পট দিলেন।

এ দিকে মহারাজও সারিয়া উঠিলেন। সত্য সত্যই সারিয়া উঠিলেন—একেবারে নিরম্বল। সেদিনকার আহার যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে বলিল যে, এমন আহার তিনি এ কয় বৎসরে এক দিনও করেন নাই। অথচ তাহাতে তাঁহার যখন কোন অসুখ হয় নাই, তখন অম্বলের অসুখ নিশ্চয়ই আর নাই। ক্রমে এ কথা সকলেরই মনে লাগিল। কেহ কেহ ভাবিল এবং বুঝাইল যে, সন্ন্যাসীর ঔষধ কি না—আশ্চর্য্য মহিমা! খাইতেও হইল না, শিকড় কাছে ঘেঁসিতেও পাইল না; এদিকে রোগ আরাম—ধন্য দ্রব্য-গুণ বটে! সকলে যখন এক মত হইয়া তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে অসন্দিহান হইল, তখন আর রোগ না সারিয়া যায় কোথা? পর দিন হইতে তিনি যথোচিত বরং ততোধিক আহারাদি করিতে থাকিলেন এবং হঠাৎ রাগভরে কবিরাজদ্বয়কে বিদায় করিয়াছেন ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহা হউক ভাগ্যি পুরস্কারে বঞ্চিত করেন নাই! সকলেই ভাবিতে লাগিল, "সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধীর মহিমা কি আশ্চর্য্য—কার্য্য প্রকরণ কি অদ্ভুত! খাইতেও হইল না, ছুঁইতেও হইল না—খাইবার উদ্যো- করিতে গিয়াই এত বড় কঠিন ব্যারামটা এক সারিয়া গেল! ধন্য ধবলাগিরি! ধন্য কাঞ্চ

ধন্য সন্ন্যাসী! আর ধন্য তাঁহার ঐ শিকড়টী!" তখন আবার সেই নিক্ষিপ্ত শিকড়টীর পুনরন্বুসন্ধান হইল। কিন্তু হায় হায়! কি অদ্ভুত মহিমা! কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

যেমন দুষ্টরোগ, তেমনি মুষ্টিযোগ। নীলুখুড়ো এই উষ্ট্রপ্যাথীমতে চিকিৎসা আবিষ্কার করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। দেশকালপাত্রবিশেষে লাগাইতে পারিলে, ফল অব্যর্থ, অমোঘ, অদ্ভুত।

বিচিত্র চরিত্র চিত্র সদা চিত্ত হরে।
এখন এই পর্য্যন্ত, বাকী হবে পরে॥

অর্থাৎ

আপাততঃ এইখানেই অসমাপ্ত।